CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 March, 2024 ■ আগরতলা ১৬ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ২ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

### নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ জ্ঞানেশ কুমার ও সুখবীর সিং সান্ধুর

# আজ লোকসভা ভোটের দিনক্ষন ঘোষণা

**নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ।।** জ্ঞানেশ কুমার এবং ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু আজ ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এদিকে, আগামীকাল লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। শুক্রবার 'এক্সে' পোস্ট করে নির্বাচন ঘোষণার বার্তা দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন(ইসিআই)। তাছাড়া, চার রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্টও প্রকাশ করা সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার নির্বাচন সদনে নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশনারদের স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে তাঁদের যোগদানের তাৎপর্যের উপর জোর দেন, যখন টিম ইসিআই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ পরিচালনা করতে প্রস্তুত।

১৪ মার্চ নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি গেজেটে প্রকাশিত হয়। শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু হলেন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের ১৯৮৮ ব্যাচের অফিসার, যারা যথাক্রমে কেরালা এবং উত্তরাখণ্ড ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এদিকে, আজ লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা নিয়ে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) 'এক্সে' পোস্ট করে জানিয়েছে, আগামীকাল অর্থাৎ ১৬ মার্চ দুপুর ৩টা নাগাদ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হবে। একই দিনে চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্টও প্রকাশ করা হবে বলে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### সিপাহীজলায় ভোট প্রচারে বিপ্লব কুমার দেব

# রাজ্যে বিরোধীর কোন অস্তিত্ব নেই দুই আসনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ ।।** লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার দুটি আসনেই বিজেপি দল জয়লাভ করবে। সিপাহীজলা জেলায় ভোট প্রচারে গিয়ে এমনটাই বললেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন সারা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরার মানুষও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেই পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চান। তাই লোকসভা নির্বাচনে এবারে জয় নিশ্চিত বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী শক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী দেব বলেন, সিপিএম বা কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্বই নেই বর্তমানে। বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরার প্রকৃতপক্ষে কোনো উন্নয়ন যদি কেউ করে থাকে তবে তা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বামেদের শাসনকালে রাজ্যে মাত্র ৪৮ হাজার প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার ঘর ছিল। কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সাড়ে ৩লক্ষ প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার ঘর রাজ্যে এসেছে। তিনি আরও বলেন, এখন গ্রামে গঞ্জে ত্রিপুরার প্রতিটি কোনায় গেলে প্রতিটি বাড়িতে অন্তত একটি দালান ঘর লক্ষ্য করা যায়।

প্রতি বাড়িতে জল সংযোগ, রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দীর্ঘ ২৫ বছর বাম শাসনে ত্রিপুরার উন্নয়ন প্রায় স্থগিত ছিল বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

তাই এবারের নির্বাচনে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষেই ভোট দেবে গোটা দেশ। পাশাপাশি রাজ্যের দুটি আসনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে আশা প্রকাশ করেছেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

## নতুন মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে দপ্তর বণ্টন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ ।।** আজ রাজ্য মন্ত্রীসভায় নতুন অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হয়েছে। মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা(কেবিনেট মন্ত্রী) বন্টিত দপ্তরের মধ্যে পেয়েছেন বনদপ্তর, সাধারণ প্রশাসন(প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী), বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ। এদিকে মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা(প্রতিমন্ত্রী)কে দেওয়া হয়েছে ইন্ডাষ্ট্রিস এন্ড কমার্স-এর দায়ভার।

উল্লেখ্য কয়েকদিন আগেই শপথ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৪

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ মার্চ ।।** বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিশালগড় থানাধীন ভুইয়ারমাথা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ি সামনের দিক থেকে আসা দুইটি বাইকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন বাইকে থাকা চারজন। দুর্ঘটনার শব্দ শুনতে পেয়ে সাধারণ মানুষ ছুটে এসে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ পূর্ব আসনে বিজেপির প্রার্থী কীর্তি সিং-র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ ।।** আজ সরকারি বাসভবনে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী মহারাণী কীর্তি সিং দেববর্মা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহার সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন।

এদিন তিনি নিজ সামাজিক মাধ্যমে বলেন, প্রার্থী মনোনীত হওয়ায় আমি তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী হয়ে মোদীর হাত শক্তিশালী করবেন।এদিন তিনি বলেন রাজ্যবাসীর কল্যাণে সকলে একসাথে মিলে কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ আমরা।

### সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন মৎস্যমন্ত্রী

# রাজ্যে প্রথম ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়াপার্ক হবে কৈলাসহরের সতেরো মিঞা হাওরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ ।।** কৈলাসহর মহকুমার সতেরো মিঞা হাওরে রাজ্যের প্রথম ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্ক গড়ে তোলা হবে। মোট ১১৫.৮৩ একর এলাকা জুড়ে এই অ্যাকুয়া পার্কটি গড়ে তোলা হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস এসংবাদ জানান।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্কটির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৯৯.৯৯ কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্কটি স্থাপনের জন্য প্রথম পর্যায়ে ৪২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকার অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ ৯০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকারের ১০ শতাংশ।

মন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পটি গড়ে উঠলে প্রায় ১৩০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। আগামীদিনে এই পার্ক মৎস্যচাষিদের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মৎস্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

তিনি এই পার্ক সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেন, এই অ্যাকুয়া পার্ক গড়ে উঠলে এর মধ্যে মাছের পোনা উৎপাদন, বায়ো-ফুক কমপ্লেক্স, মাছের খাদ্য, মাছের রোগ নির্ণয় করার ইউনিট, ল্যাব পরিষেবা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাছের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কোল্ড স্টোরেজ, রেস্টুরেন্ট এবং পর্যটকদের জন্য নৌকা বিহার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের সুবিধা গড়ে তোলা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় আরও কয়েকটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, মাছ বিক্রির জন্য ই-রিক্সা, পরিবেশ বান্ধব মৎস্য কিয়স্ক প্রদান ইত্যাদি প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণে মোট ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এই প্রকল্পগুলিতেও কেন্দ্রীয় সরকারের ৯০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকারের ১০ শতাংশ অংশীদারিত্ব থাকবে। তিনি এই প্রকল্প কর্মসূচিগুলির বিস্তারিত তথ্যও তুলে ধরেন। তিনি আরও জানান, এই প্রথমবার রাজ্যে ফিসারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনায় এই বছরের বাজেটে ১৫ কোটি টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে।তিনি জানান, মৎস্য সহায়ক যোজনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ১০০০ মৎস্যচাষিকে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ হাজার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# আসাম রাইফেলের অভিযানে ২.৮০ কোটির গাঁজা উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ ।।** নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে আসাম রাইফেল। অভিযানে ২.৮০ কোটি টাকা মূল্যের ৬২০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আসাম রাইফেল একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হেজামারার একটি গুদাম বিপুল পরিমান নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছে আসাম রাইফেল। অভিযানে ২.৮০ কোটি টাকা মূল্যের ৬২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

এদিকে, গাঁজা পাচারকালে পুলিশের জালে দুই যুবক। তাদের কাছ থেকে ১১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা হবে বলে জনৈক পুলিশ অধিকারিক।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল রাতে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ যানবাহন তল্লাশি করার সময় সন্দেহ ভাজন দুই যুবককে বাইক সহ আটক করে। তাদের কাছ থেকে ১১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ১৮ জন ব্যবসায়ীকে বিকল্প ব্যবস্থা করে দিল নিগম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ ।।** ১৮ জন ব্যবসায়ীকে বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আজ বটতলা বাজার এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন মেয়র বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে শহরকে যানজট মুক্ত করতে বটতলা বাজারের সামনে কিছু বেআইনি ব্যবসায়ীকে পুর নিগমের উদ্যোগে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে নিগম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওই ১৮ জন ব্যবসায়ীকে বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়ার হবে। আজ ওই জায়গা ঘুরে দেখেছেন তিনি। এদিন পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য,জান্নবী দাস চৌধুরী, নিতু দে গুহ পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব সহ আগরতলা পুর নিগমের অন্যান্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# দুটি আসনে বিরোধীরা একত্রে ১ লাখ ভোটের মাত্রা ছাড়াতে পারবে না ঃ বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ ।।** লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার দুইটি আসনে বিরোধী প্রার্থীরা একত্রিত হয়েও ১ লক্ষের ভোটের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারবেন না। সেই ভয়েই কংগ্রেস বিজেপি জোটের নেতা কর্মীদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইছে। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের মন্তব্যের জবাবে এইভাবেই তাঁকে সহ কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষে বিঁধলেন বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি বলেন, মোদীজির গ্যারান্টি হল প্রতিশ্রুতি পূরণের গ্যারান্টি। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল থেকে শুরু করে সারা দেশে সিএএ লাগু করার

প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন প্রধামনন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তাঁর কথায়, কংগ্রেস সিএএ নিয়ে রাজ্যবাসীকে আতঙ্কিত করার চেষ্টা করছে। যারা অন্যদেশ থেকে অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যে ভারতে আসবেন তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু বিরোধীদলরা রাজ্যবাসীকে সিএএ নিয়ে বিভ্রান্ত তৈরা করার চেষ্টা করছে। তবে তাতে কোনো লাভ হবে না।

এদিন তিনি কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে নিশানা করে বলেন, বিজেপিতে কে কোন রাজ্য থাকবেন সেটা কোনো বিরোধীদল নেতা ঠিক করে দিতে পারেন না। প্রয়োজনের নিরিখে কাউকে সংসদনীয় রাজনীতিতে রাখা হবে বা কাউকে সংগঠনিক রাজনীতিতে রাখা হবে। ক্ষেপিয়ে তোলার ষড়যন্ত্র করে কোনো লাভ হবে। প্রসঙ্গত, জাটকা কংগ্রেস ভবনে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৫৭ ▫ ১৬ মার্চ ২০২৪ ইং ▫ ২ চৈত্র ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

## ওটিটি অ্যাপ নিষিদ্ধ

সামাজিক মাধ্যম মানুষের অন্যতম নির্ভর এর বিষয় হইয়া উঠলেও ইহার ভয়ংকর অভিশাপ সমাজব্যবস্থাকে বিপদজনক পরিস্থিতি পরিস্থিতিতে দ্বার করাইতে শুরু করিয়াছে। এসব সামাজিক মাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার রহিয়ায়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করিয়াছে। ঋন্টেন্ট এবং পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত বিষয় পরিবেশনের জন্য ভারতে ১৮টি ওভার দ্য টপ বা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করিল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। অশ্লীল কন্টেন্টের প্রচারের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়াছে কেন্দ্র।সংশ্লিষ্ট ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলি, ওয়েবসাইট ও অ্যাপগুলি দেশের তথ্য প্রযুক্তি আইন, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড এবং ইনডিসেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ ওমেন সংক্রান্ত বেশ কিছু আইন ভঙ্গ করিয়াছে। তাহা প্রমাণ হইতেই এই পদক্ষেপ নিয়াছে সরকার।একাধিকবার নিয়মভঙ্গকারী প্ল্যাটফর্মগুলিকে সতর্ক করা হইলেও, আপত্তিকর ও কুরুচিকর কন্টেন্ট প্রচার করা থামায়নি এই অ্যাপগুলি। যে কারণে দেশজুড়িয়া ১৮টি প্ল্যাটফর্মকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিবৃতি জারি করিয়া সেই তথ্য জানাইয়াছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।অনুরাগ ঠাকুর এনিয়া প্রথম সতর্ক করেন। এরপরই কড়া পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯টি ওয়েবসাইট, ১০টি অ্যাপ (গুগল প্লে স্টোরে সাতটি এবং অ্যাপ স্টোরে তিনটি) এবং ৫৭টি সংশ্লিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করা
হইয়াছে। এছাড়াও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের অন্তর্গত ৫৭টি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলকেও দেশব্যাপী ব্লক করা
হইয়াছে ।কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, বিষয়বস্তুতে যৌন নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে, কোনো বিষয়গত বা সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াই পর্নোগ্রাফিক এবং যৌনভাবে স্পষ্ট দৃশ্যের দীর্ঘ অংশ প্রচার করিয়াছিল সংশ্লিষ্ট অ্যাপগুলি।ভোটের আগে এই সমস্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধেই কঠোর পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র।এই ধরণের ছবি দেখানো হইলে সামাজিক মূল্যবোধ বিঘ্নিত হইবে। সমাজে শিক্ষক, পড়ুয়া এবং পরিবারের অবক্ষয় হইবে। ফলে এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিকে বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া
হইয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে।। কেন্দ্রীয় আইটি আইন মানিয়াই এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে বন্ধ করা হয়েছে।নিষিদ্ধ হওয়া ওটিটি অ্যাপ গুলির তালিকায় আছে, ড্রিমস ফিল্মস, ভুভি, ইয়েসমা, আনকাট আড্ডা, ট্রি ফ্লিক্স, এক্স প্রাইম, নিওন ওক্স ভিআইপি, বেশরম, হ্যান্টার্স, র্যা বিট, এক্সট্রামুড, নুফ্লিক্স, মুডএক্স, মজফ্লিক্স, হট শটস ভিআইপি, ফুগি, চিকোফ্লিক্স, প্রাইম প্লে।

## মমতার সুস্থতায় দেশজুড়ে প্রার্থনা, দিদি-র আরোগ্য কামনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঘাত নিয়ে উদ্বিগ্ন গোটা দেশ, মমতার সুস্থতায় প্রার্থনা করলেন তাঁর অনুরাগীরা, উদ্বিগ্ন রাজনৈতিক মহলও। মমতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী থেকে বিরোধী দলের নেতা-মন্ত্রীরাও। মমতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "মমতা দিদির দ্রুত আরোগ্য এবং সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি।" উপ-রাষ্ট্রপতি তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ও মুখ্যমন্ত্রীর শরীরের খবরাখবর নিয়েছেন। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি।মমতার সুস্থতা প্রার্থনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে এক্সে পোস্ট দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুর। তিনি লিখেছেন, "এটা দেখে আমি হতভম্ব। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।" একই রকম ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি এক্সে লিখেছেন, "আমি দেখে বিস্মিত। দিদি, আপনার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।" তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্টালিন এক্সে মমতার সুস্থতা কামনা করে লিখেছেন, "এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে রয়েছি। দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।"

বৃহস্পতিবার বিকেলে একডালিয়ায় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন করতে গিয়েছিলেন মমতা। সেখান থেকে কালীঘাটের বাড়িতে ফেরেন। কী ভাবে কখন কোন পরিস্থিতিতে তিনি পড়ে গেলেন, তা যদিও স্পষ্ট নয়। বাড়িতে সেই সময়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ময়নাগুড়ির কর্মসূচি সেরে কলকাতায় ফিরে কালীঘাটে গিয়েছিলেন তিনি। অভিষেকের গাড়িতেই আহত মমতাকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে। সেখানে সেলাই এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর আবার বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয় মমতাকে।

## সমস্ত মানুষের সুখের চিন্তাই মোদীজির অগ্রাধিকার : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমানোয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। অনুরাগ মন্তব্য করেছেন, সমস্ত মানুষের সুখের চিন্তাই মোদীজির অগ্রাধিকার। পেট্রোল ও ডিজেলের উপর থেকে ২ টাকা করে আবগারি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। নতুন দাম চালু হয়েছে ১৫ মার্চ অর্থাৎ শুক্রবার থেকেই।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার অনেক রাতে টুইট করেন অনুরাগ ঠাকুর। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'সমস্ত মানুষের সুখের চিন্তাই মোদীজির অগ্রাধিকার। দেশবাসীকে বড় স্বস্তি প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী মোদী ডিজেল এবং পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ২ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিগত আড়াই বছরে ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে প্রায় ১৭ টাকা এবং পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ১৫ টাকা কমেছে, মোদীজির জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। এই স্বাগত পদক্ষেপের জন্য প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক অভিনন্দনের দাবিদার।'

## সেজে উঠেছে শ্রীনগরের টিউলিপ গার্ডেন, আগামী ২৩ মার্চ উন্মুক্ত হচ্ছে দর্শনার্থীদের জন্য

শ্রীনগর, ১৫ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ, আগামী ২৩ মার্চ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে শ্রীনগরের জাবারওয়ান পর্বতে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম টিউলিপ গার্ডেন। ২৩ মার্চ থেকেই টিউলিপ গার্ডেন উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে দর্শনার্থীদর জন্য। ততদিনে প্রায় সমস্ত ফুলই ফুটে যাবে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বাগানে টিউলিপ ফুল ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পর্যটক-সহ বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শ্রীনগরে পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল টিউলিপ গার্ডেন। এই টিউলিপ গার্ডেনে এ বছর পাঁচটি নতুন প্রজাতির টিউলিপ ফুল ফুটেছে, এর ফলে বাগানে এখন মোট টিউলিপের প্রজাতির সংখ্যা ৭৩ হয়েছে। এই নতুন টিউলিপ ফুলগুলি দর্শনার্থীদের মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। টিউলিপ গার্ডেনকে সমগ্র বিশ্বের পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সর্বোত প্রচেষ্টা চলছে।

# দুস্থ, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা

# পক্ষাঘাতগ্রস্তদের তিনিই মাদার

প্রদীপ মারিক

যে মানুষ আমি'র আমিত্বকে ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে তার আদেশে তুমি কে মেনে নেয়, সেই ব্যক্তিরা শুধু পরের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে জীরের সেবাকেই ঈশ্বর সেবা মনে করেন। এমনি অকৃতদার সেবা করে গিয়েছেন মাদার টেরেসা। ইনি এমন একজন মানুষ যাঁর কথা মনে পড়লে আমাদের হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। যাঁর হৃদয় সকল দরিদ্র, অসুস্থ এবং অসহায় মানুষদের জন্য কাঁদত, যার জন্য তিনি সারা জীবন অসহায় এবং দরিদ্র মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন, মাদার টেরেসা সেই মহীয়সী নারী, যিনি আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয়ে আজও অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন। বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়ে, যারা বিভিন্ন দিক থেকে সমাজে অহবেলিত মাদার টেরেসা তাদেরকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। মাদার সবসময় বলতেন, 'তুমি যখন কারোর সঙ্গে দেখা করবে তখন হাসিমুখ নিয়েই তার সামনে যেও, কেননা হাস্যেজ্জ্বল মুখ হল ভালোবাসার শুরু। ঈশ্বর পৃথিবীকে ভালোবাসেন এবং তিনি আপনাকে ও আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ভালোবাসা এবং সহায়তা দারিদ্রদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। শুধু সেবা নয়, মানুষকে দাও তোমার হৃদয়। হৃদয়হীন সেবা নয়, তারা চায় তোমার অন্তরের স্পর্শ।' ১৯৪৬ সালের ১০ ই সেপ্টেম্বর ধর্মীয় নির্জনবাসের জন্য দার্জিলিং যাওয়ার সময় তাঁর মধ্যে মানুষের দুঃখকষ্টের মধ্যে কাজ করার উপলব্ধি আসে। এই অভিজ্ঞতাকে পরবর্তীতে 'আহ্বানের ভিতরে আরেক আহ্বান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে এই মোতাবেক দরিদ্রের মাঝে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেন। প্রথাগত লরেটো অভ্যাস ত্যাগ করেন। পোশাক হিসেবে পরিধান করেন নীল পাড়ের একটি সাধারণ সাদা সুতির বস্ত্র।

এই সময়ই তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বস্তি এলাকায় কাজ শুরু করেন। প্রথমে মতিঝিলে একটি ছোট স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে শুরু করেছিলেন তাঁর কর্মকাণ্ড। পরবর্তীতে ক্ষুধার্ত পীড়িতদের অনুভব তাঁকে খুন নাড়া দিয়েছিল। এইসব মানুষদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে থাকেন। প্রথম দিকের এই দিনগুলো তার জন্য বেশ কষ্টকর ছিল। সে সময় তার হাতে কোনও অর্থ ছিল না। গরিব ও অনাহারীদের খাবার ও আবাসনের অর্থ জোগাড়ের জন্য তাকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছিল। ধনী ব্যক্তিদের



কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হত। এসব কাজ করতে গিয়ে অনেক সময়ই হতাশা, সন্দেহ ও একাকীত্ব বোধ করেছেন। তবু তিনি সুখের জীবন বেছে নেননি। তিনি বলতেন, 'ঈশ্বর চান আমি এক বন্ধুনমুক্ত সন্ন্যাসিনীই থাকি, ক্রুশচিহ্নের দীনতা আমাকে আবৃত করে থাকে, গরিব মানুষদের দারিদ্র্য কত কষ্টকর, যখন বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, হেঁটে হেঁটে আমার গা, হাত-পা ব্যথা হয়ে যেত। আমি ভেবে দেখলাম বাসস্থান, খাদ্য, সাহয্য কোথায় পাওয়া যায় তা ঈশ্বরই জানেন, তাঁর চেষ্টাতেই গরিব মানুষদের কষ্ট দূর করে মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারব। আমার অন্তরাত্মা বলল, ঈশ্বরকে ডাকো, তিনিই পথ দেখিয়ে দেবেন। হে ঈশ্বর, আমি তাই করতে চাই, তা আমাকে দিয়ে তুমি করাতে চাও। এক বিন্দু অশ্রুও আমার চোখ থেকে আমি পড়তে দিলাম না।' মাদার টেরেজা বলতেন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা থাকলে দরিদ্র মানুষের প্রতি কাজ করার দৃঢ় মানসিকতা আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। কলকাতার মাত্র ১৩ জন সদস্যকে নিয়ে চ্যারিটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই চ্যারিটির অধীনে কয়েক হাজার সন্ন্যাসিনী কাজ করছেন। চ্যারিটির অধীনে অনাথ শিশু ও এইচআইভি আক্রান্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাপী শরণার্থী, অন্ধ, পক্ষঙাতগ্রস্ত, বয়স্ক, মাদকাসক্ত, দরিদ্র, বসতিহীন এবং বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা মহামারিতে আক্রান্ত মানুষের সেবায় চ্যারিটির সবাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ১৯৫২ সালে মাদার টেরেসা কলকাতা কর্পোরেশনের দেওয়া জমিতে মুমুর্ষু রোগীদের জন্য প্রথম আশ্রয় ও সেবা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাঁর এই সেবার কাজে এগিয়ে আসে বাঙালিরা। ভারতীয় সহায়তায় একটি পরিত্যক্ত হিন্দু মন্দিরকে কালীঘাট হোম ফর দ্য ডাইং-রূপান্তরিত করেন। এটিই ছিল দুস্থ মানুষদের জন্য নির্মিত দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র। পরবর্তীতে এই কেন্দ্রে নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'নির্মল হৃদয়'। এই কেন্দ্রে যাঁরা আশ্রয়ের জন্য আসতেন তাঁদেরকে চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হত। এর কিছুদিনের মধ্যেই মাদার টেরেসা কুষ্ঠরোগে আক্রান্তদের জন্য 'শান্তিনগর' নামে একটি সেবাকেন্দ্র খোলেন। অনাথ শিশুদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মাদার তাদের জন্য একটি আলাদা হোম তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই অনুভূতি থেকেই ১৯৫৫ সালে নির্মল শিশু ভবন স্থাপন করেন। এই ভবন ছিল বসতিহীন শিশুদের জন্য এখ ধরনের স্বর্গ। ১৯৬০ সালে এক দশকের মধ্যে ভারতের সর্বত্র চ্যারিটির অর্থায়ন ও পরিচালনায় প্রচুর দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বাইরে প্রথম সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে ডেনিজুয়েলায়। মাত্র ৫ জন সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে সেই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে বৃহৎ সেবা কেন্দ্রে পরিণথ। ১৯৮২ সালে বৈরুত অবরোধের চূড়ান্ত প্রতিকুল সময়ে মাদার টেরেসা যুদ্ধের একেবারে ফ্রন্ট লাইনের হাসপাতালে আটকে পড়া ৩৭ শিশুকে উদ্ধার করেন। ইজরায়েলি সেনাবাহিনী ও ফিলিস্তিনি গেরিলাদের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘটিয়ে পরিবেশ কিছুটা অনুকূলে এনেছিলেন। এই সুযোগেই রেডক্রসের সহায়তা যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে যোন। বিধবস্ত হাসপাতালগুলো থেকে কম বয়সের রোগীদের সরিয়ে আনেন। মাদার টেরেসার মিশনারিস অফ চ্যারিটির সিস্টারের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার এবং প্রায় হাজার খানেক ব্রাদারহুড সদস্যও আছে। স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা দেড় লাখের ওফর। পৃথিবীর ১২৩টি দেশে মোট ৬১০টি কেন্দ্রে ধর্মপ্রচারণার এবং আর্ত মানুষের সেবার কাজ পরিচালিত হচ্ছিল। বর্তমানে তা আরও বৃহৎ হয়েছে। এইসব কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ছিল এইডস, কুষ্ঠরোগ ও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র, সুপ কিচেন, শিশু ও পরিবার পরামর্শ কেন্দ্র অনাথ শিশুদের জন্য এতিমখানা ও বিদ্যালয়। তৎকালীন যুগোস্লোভিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের একটি ছোট্ট গ্রাম স্কোপজে এক আলবেনিয় রোমান ক্যাথলিক কৃষক পরিবারে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ২৭ শে আগস্ট মাদার টেরেসার জন্ম। বাবা -মা তাঁর নাম রাখলেন অ্যাগনিস গঞ্জা শব্দের অর্থ গোলাপকুঁড়ি।, অ্যাগনেস প্রথমে আয়ারল্যান্ডের রথফার্নহ্যামে লরেটো অ্যাবেতে ইংরেজি ভা,শিক্ষা করতে যান। কারণ এই ভাষাই ছিল ভারতে সিস্টার্স অফ লরেটোর শিক্ষার মাধ্যম। ১৯২৮ সালে ভারতে এসে দার্জিলিঙে নবদীক্ষিত হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৩১ সালের ২৪ মে তিনি সন্ন্যাসিনী হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি ধর্মপ্রচারকদের পৃষ্ঠপোষক সন্ত-এর নামানুসারে টেরিসা নাম গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালের ১৪ মে পূর্ব কলকাতায় লরেটো কনভেন্ট স্কুলে পড়ানোর সময় তিনি চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করেন। এরপর মাদার টেরেসা বিদেশে ধর্মসভাকে পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে দুস্থদের সেবার কাজ প্রসারিত করেন। ১৯৬৫ সালে পাঁচ বোনের সঙ্গে ভেনেজুয়লায় একটি সেবাকেন্দ্র খোলেন। ১৯৬৮ সালে ইতালি, তানজানিয়া এবং অস্ট্রিয়াতে এবং ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এসিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের কয়েক ডজন দেশে সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন ১৯৭৯ সালে, ভারতরত্ন লাভ করেন ১৯৮০ সালে,। কিছু অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাদার টেরেসাকে 'সন্ত' ঘোষণা করা হয়। পরে পোপ তদন্ত সাপেক্ষে অনুমোদন দেন। ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্তর্গত হরিরামপুরের নাকোড় গ্রামের মনিকা বেসরা ওভারির ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন, মাদার টেরেসার আশীর্বাদে তা সেরে যায়। ভ্যাটিকান সিটি ২০০২ সালে এই ঘটনাটিকে অলৌকিক বলে অনুমোদন করে। আবার ব্রাজিলের এক ব্যক্তির মাথায় একাধিক টিউমার হয়েছিল, কিন্তু তিনি আশ্চর্যজনকভাবে সেরে ওঠেন। তাঁর এই সেরে ওঠা নিশ্চিত করে ভ্যাটিকান সিটি। এটিও মাদারের আশীর্বাদ। তবে এই ব্রাজিলবাসী কোনোদনি তাঁকে দেখেনি। শুধু তাঁকে স্মরণ করে ডেকেছিলেন। এই দুই অলৌকিক ঘটনা মাদারকে 'সন্ত' করে তোলে। ভ্যাটিকান সিটি ২০১৬ সালে মাদারকে সন্তায়নের প্রক্রিয়ার অনুমতি দেন। সন্ত হওয়ার পর তিনি 'সন্ত টেরেসা' নামে পরিচিত হলেন। মাদ্রদার টেরেসার ছবির মাথায় পিছনে জ্যোতির্বলয় থাকতে পারবে। আর্ত দীনার্ত দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা এই আদর্শ ভালোবেসে আত্মোৎসর্গ করে তিনি ধন্য হয়েথিলেন। মানবমুক্তি ও মানব কল্যাণের মূর্ত প্রতীক মাদার টেরেসা। তিনি প্রেম, শান্তি ও আশ্রময়ের প্রতীক। নিপীড়ন, নিষ্ঠুরতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য যে সকল সাধু মহাত্মা অশেষ কষ্ট ভোগ করেছেন আজীবন, অকাতরে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন, তিনি যে তাঁদেরই একজন। তাই তো তিনি সকলের মাদার হতে পেরেছেন। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

# ভিনগ্রহের চাঁদে সমুদ্র ও প্রাণের সন্ধান

জনরঞ্জন গোস্বামী

কাসিনি মহাকাশযান ২০০৫ সালে শনিগ্রহের ক্ষুদ্র বরফঢাকা চাঁদ এনসেলাডাউস -এর এর নিকবটর্তী হলে এমন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যার জন্য মহাকাশযানটির প্রস্তুতকারকরা তৈরি ছিলেন না। আশ্চর্যের ব্যাপার যেটি ঘটল সেটি হল, এই ক্ষুদ্র চাঁদটি থেকে ঘণ্টায় ১২৯০ কিমি বেগে জলের হালকা বাষ্প mist মহাকাশযানটির গায়ে এসে পড়ে। এই জল বিশ্লেষণ করার কোনও ব্যবস্থা যানটিতে ছিল না। কিন্তু এই ঘটনাটি বিজ্ঞানীদের সৌরমণ্ডলের হিমশীলতল চাঁদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রেরণা দেয়। বৃহস্পতি গ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হয় চার চাঁদ। কল্পনা করা হয়েছিল এরা বৃহস্পতির প্রণয়িনী। চারশো বছরের বেশি আগে গ্যালিলিও তাঁর নবনির্মিত টেলিস্কোপ দিয়ে এদের পর্যবেক্ষণ করে এদের ভেবেছিলেন নক্ষত্র এবং এদের নামকরণ করেন ' মেদিটিয়ান স্টারস'। ফ্লোরেন্ডোর রাজবংশের নামে এই নামকরণ। ১৬১০ সালে গ্যালিলিওর এই আবিষ্কার বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিষয়টি তিনি তাঁর 'Starry Messangers' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। কাসিনির ঘটনার পর অনুমান করা হল, বৃহস্পতির তিন চাঁদ, নেপচুনকে ঘিরে একটি চাঁদ ও শনি গ্রহের যে একটি চাঁদ আবর্তিত হয়ে চলেছে, তাদের বুকের গভীরে জলের সমুদ্র আছে। ক্রমে নানা তথ্য জানা গেছে, যা থেকে আরও অনুমান করা গেছে এদের কেন্দ্র উত্তপ্ত অবস্থায়, পৃষ্ঠদেশে জমাট বরফ এবং মাঝখানে সমুদ্র। পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টির অন্তরালে জলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সবাই স্বীকার করেন। মহাকাশে অন্য কোথাও প্রাণ আছে কিনা তা খুঁজতে গিয়ে অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্টরা প্রথমেই খোঁজ করেন, সেখানে জল আছে কিনা। জল ছাড়া প্রাণ থাকতে পারে না, এটা প্রায় সবারই দৃঢ় বিশ্বাস, সেজন্য গত ৫০ বছর ধরে মঙ্গলে জলের অনুসন্ধান চলছে। অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্টরা এখন মনে করছেন, উপরে উল্লেখিত চয় চাঁদের জল ও প্রাণের অনুসন্ধান চলুক।

গত ১৪ এপ্রিল এই অনুসন্ধানের জন্য ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির পরিচালনায় জুপিটার আইসি মুন এক্সপ্লোলার বা মহাকাশযান মহাকাশে পাটানো হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার ফরাসি গায়নায় অবস্থিত এক উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ছয় টন ভারী ARIANA ৫ ভেহিকল পাঁচটি রকেটের সাহায্যে মহাকাশযানটির উৎক্ষেপণটি ঘটিয়েছে। এই যানটি আট বছর ধরে, গড়ে সেকেন্ডে দশ কিমি বেগে ছুটে ছয়শত কোটি কিলোমিটার রাস্তা পার করবে। জ্বালানি বাঁচাতে যানটি পৃথিবীর, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের মহাকর্ষীয় বল ব্যবহার করবে।

উল্লেখিত চাঁদগুলোর একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যাক। প্রথমে বৃহস্পতির তিন চাঁদের কথায় আসি, পুরাণে যাঁদের কল্পনা করা হয়। বৃহস্পতির প্রণয়িণী হিসেবে। ১) ইউরোপা ঃ- এর উপস্থিতি গ্যালিলিও ১৬১০ সালে টেলিস্কো দিয়ে জেনেছিলেন। পৃথিবীর চাঁদের ব্যাস যেখানে ৩৪৭৫ কিমি, সেখানে এটির ব্যাস ৩১৩০ কিমি। এর পৃষ্ঠের Surface তাপমাত্রা-১৪৩$^{0}$C। এর সমুদ্রের আয়তন ২৬০ কোটি ঘন কিমি, যেখানে পৃথিবীর সমুদ্রের আয়তন ১৮০ কোটি ঘন কিমি।

ফ্লাইবাই পায়োনিয়ার -১০ ও১১, ভয়েজার-১ ও ২ এবং ১৯৯৬ সালের গ্যালিলিও মহাকাশযানের সাহায্যে এই চাঁদ নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে। গ্যালিলিও মহাকাশযানের সাহায্যে জানা গেছে, ইউরোপা চাঁদের তরল জল আছে, যাতে বৃহস্পতির চৌম্বক ক্ষেত্রে আবেশে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। গবেষকরা মনে করেন এই অবস্থাটি ইঙ্গিত করে সেখানে নোনা তরল জল আছে। হাবল স্পেস টেলিস্কোপ প্রমাণ পেয়েছে বৃহস্পতির হিমশীলত ভাঙা অংশ থেকে ধোঁয়ার মতো জল উদ্‌গত হয়। আগামী দিনে নাসার 'ক্লিপার' মিশনে বরফের ভিতরের খবর সংগ্রহ করতে পারে এমন রাডার ও হমেজিং স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে নেওয়া হবে। এদের সাহায্যে উচ্চচাপে থাকা নোনা জলের সমুদ্রে জৈব অণু আছে কিনা জানা যাবে। ২) গানিমেডে ঃ- ১৬১০ সালে গ্যালিলিও তার টেলিস্কোপে এটি দেখেন এবং এটিকে 'তারা' মনে করে ভুল করেন। এটির ব্যাস ৫২৬২ কিমি অর্থাৎ পৃথিবীর চাঁদের ব্যাসের চেয়ে প্রায় হাজার কিমি বেশি। এর পৃষ্ঠের তাপমাত্র-১৮৩ $^{0}$C থেকে -১১৩ $^{0}$C এর মধ্যে। এর সমুদ্রের আয়তন ৩৭৮০ ঘন কিমি। এই সমুদ্র পৃথিবীর সমুদ্রের চেয়ে দশগুণ বেশি গবীর। ফ্লাইবাই পায়োনিয়ার-১০ ও ১১, ভয়েজার-১ ও ২, মহাকাশযান গ্যালিলিও এবং কাসিনি-র সাহায্যে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় চাঁদটির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর শিলার স্তরের নীচে জল এবং অত্যধিক চাপে আছে বরফ। বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর শিলা এবং জলের পারস্পরিক ক্রিয়া মাইক্রোবায়াল জীবন বৈচিত্র্যের মৌলিক কারণ। JUICE মিশনের আরেকটি কাজ, এই চাঁদে চৌম্বক ক্ষেত্র ও মেরুপ্রভা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। এই চাঁদটির নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র আর এজন্যেই এখানে পৃথিবীর মতো মেরুজ্যোতি তৈরি হয়। এই চাঁদের তরল নুনজলের উপস্থিতির জোরদার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৩) ক্যালিস্টো ঃ- ১৬১০ সালে গ্যালিলিও আবিষ্কৃত 'মেদিচিয়ান তারাদের' একটি। এটির ব্যাস ৪৮২০ কিমি এবং এর পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্র -১৩৯ $^{0}$C। এর সমুদ্রের আয়তন ৪৮০ কোটি ঘন কিমি যা পৃথিবীর সমুদ্রের চেয়ে আড়াই গুণের বেশি। সৌরমণ্ডলে এটি তৃতীয় বৃহত্তম চাঁদ। পায়োনিয়ার -১০ ও ১১, ভয়েজার- ১ ও ২, গ্যালিলিও মহাকাশযানের সাহায্যে এই চাঁদের নানা চছ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বৃহস্পতির চাঁদের মধ্যে কালিস্টোর ঘনত্ব সবচেয়ে কম। ১৮ লক্ষ কিমি দূরে থেকে এটি বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। অর্থাৎ বৃহস্পতি radiation belt এর বাইরে এই দূরত্বে থাকায় এখানকার মহাকর্ষীয় বল দুর্বল। অনুমান করা হয়, সৌরজগত সৃষ্টির সময়ের অর্থাৎ premordial অবস্থাটি এখানে সংরক্ষিত আছে। এখানে ভূগর্ভে নোনা জলের সমুদ্র আছে বলা হলেও তা নিয়ে বিতর্কও কম নেই। JUICE এই বিষয়েও আলোকপাত করবে বৃহস্পতির তিন চাঁদ ছাড়াও শনিগ্রহের একটি চাঁদ এনসেলাডাইস এবং নেপচুন গ্রহের একটি চাঁদকে নিয়েও অনুমান করা হয়ে যে সেসব চাঁদে জলের সমুদ্র আছে। এদের কেন্দ্র উত্তপ্ত, উপরটায় বরফের আস্তরণ আর এই দুইয়ের মাঝে সমুদ্র চেপেটে আছে। বৃহস্পতির তিন চাঁদ নিয়ে অনুসন্ধান করতে ESA -র JUICE মহাকাশযান শুধু নয়, নাসার 'ক্লিপার' মিশনও ২০২৪ মহাকাশে যাত্রা করবে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ১৬১০ সালে গ্যালিলিও তাঁর নব আবিষ্কৃতি টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশ সম্পর্কে ধারণার যেমন বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন, তেমনি তার ৪০০ বছর পর আধুনিকতম প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মহাকাশ সম্পর্কে ধ্যানধারণার বড় পরিবর্তন হতে চলেছে। এক প্রখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী Oceanographer ইতিমধ্যেই অভিমত দিয়েছেন, এই নিবন্ধে উল্লেখিত চাঁদগুলোতে তরল জলের সমুদ্র আছে। সেখানকার যেসব বৈশিষ্ট্য অনুমান করা হয়েছে, তাতে মাইক্রোবায়াল Microbial জীবনের উপস্থিতি আছে।

ইউরোপা এবং এনসেলাডাউসে অর্ধেক হিমায়িত ও গলমান তুষারে জীবনের অঙ্কুর ধরতে পারে। গানিমেডের পৃষ্ঠের তলায় নুন জলের সমুদ্র। টাইটানের পৃষ্ঠের তলায় মিথেন ও ইথেনের নদী। বামন গ্রহ সিরেস এবং প্লুটোয় নুনজলের গভীরে গহ্বরে Crater প্রাণের উপস্থিতি। এক আশ্চর্য সৌরমণ্ডল উন্মোচিত হতে চলেছে। প্রায় ২.৫ কিমি গভীর গ্রিনল্যাণ্ডের তুষার ক্ষেত্রের ভিতরে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে ইউরোপার বরফের স্তরের সাদৃশ্য আছে। রাসায়নিক ক্রিয়া বা ভূতাত্ত্বিক সক্রিয়তা সেখানকার প্রাণকে শক্তি জোগাতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবী গ্রহে extreme life এর উপস্থিতি জানতে যেসব ব্যবহার করে উপরোক্ত চাঁদে প্রাণের অস্তিত্বের কথা জানা যাবে।

বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ ও উত্তেজনা এমন পর্যায়ে গেছে যে, গত মাসে (আগস্ট - ২০২৩ ) Desert Reserch স্টানপোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও দুটো গবেষণা সংস্থা সম্মিলিতভাবে এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। সেখানে সমুদ্রবিজ্ঞানীরা ও অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্টরা মহাকাশে জৈব প্রাণ নিয়ে পরস্পর মত বিনিময় করেন। এক সময় আন্টার্কাটিকায় লেক ভিভাতে হিমায়িত হাইপারসেলাইন নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এলিসন মারে (Alison Murry) প্রথম দাঁদে প্রাণের উপস্থিতির অনুমান করেন। তিনিও এই সভায় উপস্থিত থাকবেন। চেষ্টা চলছে, পৃথিবীর জলীয় পরিবেশটা সঠিকভাবে বুঝতে পারার, যাতে আমরা সঠিকভাবে অনুমান ও অনুসন্ধান করতে পারি সৌরমণ্ডলে আর কোথাও প্রাণ আছে কিনা। এই সঙ্গে আরও একটি বড় প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে- প্রাণ কি সেখানে উদ্ভূত বা অঙ্কুরিত হয়েছিল, নাকি প্রাণের বীজ বাইরে থেকে সেখানে পৌঁছেছিল। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

### উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে

# গ্রেপ্তার ০৪ জন দালাল ও উদ্ধার ২৪টি রেলওয়ে টিকিট

# ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য গ্রেপ্তার আরও এক ব্যক্তি

মালিগাঁও, ১৫ মার্চ, ২০২৪: রেলওয়ে টিকিটের অবৈধ বিক্রির অভিযোগে বিগত কয়েকদিনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজেদের জোনের মধ্যে পৃথক পৃথক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ০৪ জন দালালকে গ্রেপ্তার করে। ৯ ও ১৪ মার্চ, ২০২৪-এর মধ্যে একাধিক স্থানে অভিটান চালিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) প্রায় ৭৮ হাজার টাকা মূল্যের ২৪টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। রেলওয়ে আইনের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আরপিএফ/রঙিয়ার সিআইবি টিম মিসামারি, অসমে অবস্থিত 'উম প্রিন্টার্স-এ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০,০৮৫ টাকা মূল্যের ০৬টি ই-টিকিট উদ্ধার করে এবং এর সাথে জড়িত একজন দালালকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য রাঙাপাড়া পোস্টে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১২ মার্চ, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আরপিএফ/কাটিহারের সিআইবি টিম মালিগাঁও ও বারসোইয়ের আরপিএফ টিমের সাথে যৌথভাবে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং ১০,৬৫৫ টাকা মূল্যের ০২টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আরপিএফ পোস্ট/বারসোইয়ে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১০ ও ১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ একাধিক স্থানে এমন ধরনের আরও কয়েকটি তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুজন দালালকে গ্রেপ্তার করে এবং আনুমানিক ৫৭৮৯০ টাকা মূল্যের ১৬টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পোস্টগুলিতে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রেলওয়ে টিকিটের অকর্তৃত্বশীল ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি কঠোর নজরদারি রাখার পাশাপাশি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ নিজেদের অধিক্ষেত্রের অধীনে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের মতো সংঘটিত অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও নিয়মিত তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রেখেছে। ০৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আরপিএফ/গোয়ালপাড়ার একটি টিম ০৫৬৪০নং. (কলকাতা-শিলচর স্পেশাল) ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য গোয়ালপাড়া টাউন থেকে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আরপিএফ/গোয়ালপাড়া পোস্টে রেলওয়ে আইনের ১৫৪ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রেলওয়ে টিকিটের অকর্তৃত্বশীল সরবরাহ ও ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি যে সমস্ত কার্যকলাপ রেলওয়ে সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে তা রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ও ১৫৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এর ফলে জরিমানা ও হাজতবাসের শাস্তি হতে পারে।

## রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন সন্দেশখালির মহিলারা

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.) : সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন ১১ জন নির্য্যাতিত। এঁদের মধ্যে পাঁচ জন মহিলা এবং ছ'জন পুরুষ। রাষ্ট্রপতিকে নিজেদের নির্য্যাতনের কথা জানিয়ে প্রতিকার চেয়েছেন ওই ১১ জন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এমনকি, দুঃখপ্রকাশও করেছেন।

শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে সন্দেশখালির 'নির্য্যাতিত'দের নিয়ে গিয়েছিলেন সেন্টার ফর এসসি এসটি সাপোর্ট অ্যান্ড রিসার্চের ডিরেক্টর ড. পার্থ বিশ্বাস। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বেরিয়ে পার্থবাবু জানান, সন্দেশখালির বিষয়টি সরাসরি নির্য্যাতিতদের মুখ থেকেই যাতে রাষ্ট্রপতি জানতে পারেন, তাই সন্দেশখালির মহিলা এবং নির্য্যাতিত পুরুষদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে এসেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁদের কথা শুনেছেন। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে দুঃখও প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে এ ব্যাপারে সহানুভূতি জানিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা নিয়ে কোনও আশ্বাস রাষ্ট্রপতি দিয়েছেন বলে জানাননি পার্থ।

উল্লেখ্য, এর আগেও সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট গিয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। জাতীয় তফসিলি জাতি এবং জনজাতির কমিশনের পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং মহিলা কমিশনও চিঠি দিয়েছিল তাঁকে।

## নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রবীন্দ্র সেতুর লোহার স্তম্ভে ধাক্কা মারল বাস

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : ব্যস্ত রবীন্দ্র সেতুতে (হাওড়া ব্রিজে) হঠাৎ বাস দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর লোহার স্তম্ভে ধাক্কা মারল ১২/এ রুটের একটি বাস। মেটিয়াব্রুজ আসছিল সেটি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাসটি হাওড়ার দিকে আসার সময় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সজোরে ধাক্কা মারে ব্রিজের লোহার স্তম্ভে। ওই সময়ে বাসটিতে বেশ কয়েকজন যাত্রীও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন গুরুতর জখম হয়েছেন।

এই দুর্ঘটনার পর হাওড়ার ব্রিজে যানজট তৈরি হয়। প্রথমে পথচারীরাই উদ্ধার কাজে হাত লাগান। আহতদের বাস থেকে বার করে। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ।

বাসের একা যাত্রী জানিয়েছেন, সেটি দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল। চালক কন্ডাকটরকে বলা সত্ত্বে কোনও কেউ কথা শোনেননি। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি পিলারে ধাক্কা মারে।

## দাড়িভিটকাণ্ডে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে ডাকল কোর্ট

কলকাতা, ১৫ মার্চ, (হি.স.): দাড়িভিটে গুলিতে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় এ বার আদালত অবমাননার রুল জারি করল কলকাতা হাই কোর্ট। ১০ মাস কেটে গেলেও কেন হাই কোর্টের দেওয়া জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-কে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ কার্যকর করা হল না, প্রশ্ন তুলে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং এডিজি সিআইডির বিরুদ্ধে রুল জারি করলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের দাড়িভিট হাই স্কুল। অবরোধ, লাঠিচার্জ, ইট-পাথর ছোড়া থেকে শুরু করে বোমা-গুলিও চলে বলে অভিযোগ। ওই সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মণ নামে দুই প্রাক্তন ছাত্রের।

এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিতে তাঁদের পরিবার এবং এলাকাবাসীর একাংশের আন্দোলনে প্রায় দু'মাস ধরে বন্ধ থাকে দাড়িভিট স্কুল। পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

# ডাক বিভাগে কর্মরত ২.৫৬ লক্ষ গ্রামীণ ডাক সেবকদের জন্য আর্থিক আপগ্রেডেশন স্কিম উন্মোচন করেছেন মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ।। আজ ডাক বিভাগে কর্মরত ২.৫৬ লক্ষেরও বেশি গ্রামীণ ডাক সেবকদের (জিডিএস) পরিষেবার অবস্থার উন্নতি এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে স্থবিরতা দূর করার জন্য একটি আর্থিক আপগ্রেডেশন স্কিম উন্মোচন করেছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ, রেল এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। জিডিএস গ্রামীণ অঞ্চলে ডাক বিভাগের মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে এবং আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাক ও আর্থিক পরিষেবা সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রতিটি গ্রামীণ ডাক সেবক ১২, ২৪ এবং ৩৬ বছরের পরিষেবা শেষ হওয়ার পরে যথাক্রমে বার্ষিক ৪, ৩২০/- টাকা, ৫,৫২০/- টাকা এবং ৭,২০০/ — টাকা করে তিনটি আর্থিক আপগ্রেডেশন পাবেন। এটি "টাইম রিলেটেড কন্টিনিউটি অ্যালাওয়েন্স (টিআরসিএ)" আকারে জিডিএসকে প্রদত্ত পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত। জিডিএস-এর পরিষেবার অবস্থার উন্নতির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে এই প্রকল্পটি ২.৫৬ লক্ষেরও বেশি জিডিএসকে উপকৃত করবে এবং তাদের পরিষেবায় স্থবিরতা দূর করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

# "এটা কি স্বাভাবিক, নাকি ছবির জন্য" মমতার আঘাত নিয়ে খোলা প্রশ্ন তথাগতর

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর থেকে এ রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসু বৃহস্পতিবার রাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। কিন্তু আমজনতার একটা বড় অংশের মত মুখ্যমন্ত্রীর আঘাত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বৃহস্পতিবার রাতে কপাল ফাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কপাল ফেটে গড়িয়ে পড়ে রক্ত। সেই ছবি প্রকাশ করে তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডল (সাবেক টুইটার)। বাড়ির চত্বরে হাঁটার সময় নাকি পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন তিনি। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ে। তাঁর কপালে সেলাই করা হয়।

তথাগতবাবু শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ''তিনি শিকারির মত একটি বিছানায় শুয়ে আছেন। আঘাতের পরে তাঁকে হাসপাতালে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর রক্ত তাঁর মুখ দিয়ে বয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল। কেউ রক্ত প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেনি। অ্যান্টিসেপটিক্স এবং প্লাস্টার প্রয়োগ করেনি! এখন, এটা কি স্বাভাবিক? নাকি ছবির জন্য?''

প্রসঙ্গত, এর আগেও বেশ কয়েকবার আঘাত পেয়েছেন মমতা।

চলতি বছরে ২৪ জানুয়ারি বর্ধমান থেকে সভা করে বেরোনোর সময়ে গাড়ি আচমকা ব্রেক কষায় কপালে আঘাত পেয়েছিলেন। গত বছর ২৮ জুন উত্তরবঙ্গে কপ্টার-দুর্বিপাকে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বার কপ্টার থেকে নামতে গিয়ে পায়ে এবং কোমরেও চোট পেয়েছিলেন মমতা।

## বন্ধ ঘরে ৩ দিন স্ত্রীর দেহ আগলে ব্যক্তি, ঘটনায় চাঞ্চল্য

ভুবনেশ্বর, ১৫ মার্চ (হি. স.): গত ৩ দিন ধরে স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ আগলে বসে থাকলেন এক ব্যক্তি । শুক্রবার দুর্গন্ধ বেরতেই প্রতিবেশীরা পুলিশে অভিযোগ জানালে পুরো ঘটনা সামনে আসে ।অভিযোগ, মঙ্গলবার মদ্যপ অবস্থায় ওই ব্যক্তি স্ত্রীকে কাঠের তক্তা দিয়ে পিটিয়ে খুন করেছেন । অভিযুক্ত তাঁর স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বীকার করেছেন ।

জানা গেছে, ভুবনেশ্বরের তারিণী নগরের বাসিন্দা গোলাখ জেনা এবং তাঁর স্ত্রী স্বপ্না জেনা উভয়েই পেশায় শ্রমিকের কাজ করতেন । তাঁদের দুই সন্তানও রয়েছে ।জানা গিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মদ্যপান করতেন । এমনকি প্রায়ই বাড়িতে অশান্তি চলত তাঁদের । এই পরিস্থিতিতে গত মঙ্গলবারও দু'জনের রাতে মদ্যপ অবস্থায় অশান্তি হয় । মনে করা হচ্ছে, সেসময়ই রাগের বশে স্ত্রীকে খুন করেন গোলাখ।

## চাঞ্চল্যকর অভিযোগ খাড়গের, বললেন কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে

বেঙ্গালুরু, ১৫ মার্চ (হি.স.) : চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাড়গে বলেছেন, 'কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। তাঁরা (বিজেপি) আইটি লোকদের এটি করার নির্দেশ দিয়েছে।' খাড়গে আরও বলেছেন, 'আমাদের প্রায় ৩০০ কোটি টাকা জমে আছে। এই অবস্থায় আমরা কীভাবে নির্বাচনে যেতে পারি?'

এই ঘটনায় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন খাড়গে। পাশাপাশি তিনি বলেছেন, 'আমাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ, কিন্তু তাদের অ্যাকাউন্ট খোলা আছে। লেভেল প্লেয়িং গ্রাউন্ড কোথায়? এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করছি। সত্য প্রকাশ না হলে তাদের অ্যাকাউন্টও বন্ধ করা উচিত।'

# ইউডিএফ ও এলডিএফ-কে তোপ প্রধানমন্ত্রীর, বললেন কেরলের সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত

পাথানমথিত্তা, ১৫ মার্চ (হি.স.): কেরলের সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু ইউডিএফ ও এলডিএফ তা চূর্ণ করার জন্য পরিচিত। ইউডিএফ ও এলডিএফ-কে তোপ দেগে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লোকসভা নির্বাচনের আগে শুক্রবার কেরলের পাথানমথিত্তাতে একটি জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, 'কেরলের সংস্কৃতি শান্তি প্রচার করে, কিন্তু ইউডিএফ এবং এলডিএফ রাজনৈতিক হিংসায় বিশ্বাস করে। এলডিএফ সোনার মাধ্যমে লুটপাটের জন্য পরিচিত, ইউডিএফ-এর পরিচয় সৌরবিদ্যুৎ লুট থেকে। এই লুটপাটের খেলা বন্ধ করতে, আপনাদের আশীর্বাদ নিতে এসেছি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'গত ১০ বছরে আমরা যতটা সম্ভব প্রতিটি এলাকার প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করেছি। আমরা যুদ্ধে আটকে পড়া ইরাক থেকে নার্সদের ফিরিয়ে এনেছি। করোনার সময়, বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। যেখানেই একজন ভারতীয় সমস্যায় পড়েছিল, আমাদের সরকার তাদের পাশে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছিল। এটাই মোদীর গ্যারান্টি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, যে রাজনৈতিক দলগুলি শুধু ক্ষমতা লাভের লক্ষ্য রাখে, তারা কখনও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে পারে না। এলডিএফ এবং ইউডিএফ এখানে একে অপরের সঙ্গে লড়াই করার ভান করে, কিন্তু দিল্লিতে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। কংগ্রেস ও বামেরা কেরলে লুটপাট করেছে। কেরলের মানুষ এটা বুঝতে পেরেছে।'

# তামিলনাড়ুকে কখনই উন্নত করতে পারবে না বিরোধীদের ইন্ডি জোট : প্রধানমন্ত্রী

কন্যাকুমারী, ১৫ মার্চ (হি.স): বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ইন্ডি জোট কখনই তামিলনাড়ুকে উন্নত করতে পারবে না। এদের তো কেলেঙ্কারির ইতিহাস রয়েছে। ক্ষমতায় এসে তাঁরা জনগণকে লুট করে। একদিকে, বিজেপির কল্যাণমূলক প্রকল্প, অন্যদিকে কোটি টাকার কেলেঙ্কারি।' শুক্রবার তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে একটি জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভায় মোদী বলেছেন, 'আমরা অপটিক্যাল ফাইবার এবং ৫জি দিয়েছি, আমাদের নামে ডিজিটাল ইন্ডিয়া স্কিম আছে। ইন্ডি অ্যালায়েন্সের নামে লক্ষ কোটি টাকার ২জি কেলেঙ্কারি রয়েছে এবং সেই লুটের সবচেয়ে বড় অংশীদার ছিল ডিএমকে। আমাদের নামে উড়ান স্কিম আছে, ইন্ডি অ্যালায়েন্সের নামে হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারি আছে। আমাদের খেলো ইন্ডিয়া এবং সেরা স্কিমগুলির জন্য দেশ খেলাধুলায় উচ্চ মর্য্যাদা অর্জন করেছে, কিন্তু তাদের নাম কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারিতে কলঙ্কিত হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'ডিএমকে শুধুমাত্র তামিলনাড়ুর ভবিষ্যতের শত্রু নয়, ডিএমকে তামিলনাড়ুর অতীত এবং তার ঐতিহ্যেরও শত্রু। আমরা তামিলনাড়ুর বন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছি। আমি সম্প্রতি থুথুকুডিতে চিদম্বরানার বন্দর উদ্বোধন করেছি। আমাদের সরকার মৎস্যজীবীদের কল্যাণে কাজ করছে। আধুনিক মাছ ধরার নৌকাগুলির জন্য তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান থেকে শুরু করে তাদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের আওতায় আনা পর্যন্ত, আমরা তাদের প্রয়োজনের যত্ন নিয়েছি।'

# গত ১০ বছরে ডাক পরিষেবার পুরো নেটওয়ার্ককে বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.) : গত ১০ বছরে ডাক পরিষেবার পুরো নেটওয়ার্ককে বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি হল, ডাক বিভাগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে লজিস্টিক-সহ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা এবং পরিষেবা সরবরাহ নেটওয়ার্ক-সহ একটি বিভাগ করা।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেছেন, 'আমরা জিডিএস-এর আর্থিক পারিশ্রমিক বাড়ানোর জন্য ''''দ্য গ্রামীণ ডাক সেবক ফিনান্সিয়াল আপগ্রেডেশন স্কিম ২০২৪'''' নামে একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছি। বার্ষিক ১১৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত পরিমাণে তাঁদের দেওয়া হবে... ২০০৪-২০১৪ সালের মধ্যে কংগ্রেসের শাসনামলে ৬০০টি পোস্ট অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যেখানে ২০১৪-২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে ১০,৪৮০টি নতুন পোস্ট অফিস খোলা হয়েছে।'

## ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস বিধায়ক অম্বা প্রসাদকে সমন ইডি-র, ৪ এপ্রিল হাজিরার নির্দেশ

রাঁচি, ১৫ মার্চ (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস বিধায়ক অম্বা প্রসাদকে ডেকে পাঠাল প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)। আগামী ৪ এপ্রিল অম্বা প্রসাদকে তলব করা হয়েছে, পাশাপাশি তাঁর ভাই অঙ্কিত সাও-কেও সমন পাঠিয়েছে ইডি। অঙ্কিতকে ডাকা হয়েছে ৫ এপ্রিল। অবৈধ বালি খনন, জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় ইডি-র সমন।এর আগে গত ১২ মার্চ অবৈধ বালি খনন, জমি দখল এবং তোলাবাজির অভিযোগে অম্বা প্রসাদের বাসভবন এবং অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়েছিল ইডি।


AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
**NOTICE Inviting e-Tender**
**PNIe-T-NO:02/EE/PD/AMC/2023-24 Dated : 14/03/2024**

The Executive Engineer,Planning, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

| Sl No. | DNIeT No | Estimated Cost | Earnest Money | Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIe-T No. 36/CE/SE/TJB/2023-24 | Rs. 2,97,48,468.00 | Rs. 5,94,969.00 | 540(Five Four Zero) Days |
| 2 | DNIe-T No. 37/CE/SE/TJB/2023-24 | Rs. 2,54,87,323.00 | Rs. 5,09,746.00 | 540(Five Four Zero) Days |
| 3 | DNIe-T No. 38/CE/SE/TJB/2023-24 | Rs. 2,43,57,372.00 | Rs. 4,87,147.00 | 540(Five Four Zero) Days |

Last time and date of submission of Bid : 04/04/2024 at 15.00 Hrs
1. Bid forms and other details can be obtained from website httpas://tripuratenders.gov.in
**(Er. Sujay Chaudhury)**
**Executive Engineer,**
**Planning Division**
**Agartala Municipal Corporation**

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
**NOTICE Inviting e-Tender**
**PNIe-T-NO:11/EE/DWS/AMC/2023-24 Dated : 14/03/2024**

The Executive Engineer,DWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

| Sl No. | DNIeT No | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIe-T No. 22/EE/DWS/AMC/2023-24 | Rs. 23,90,351. | Rs. 47,807 | 90 Days |
| 2 | DNIe-T No. 23/EE/DWS/AMC/2023-24 | Rs. 11,77,373 | Rs. 23,547 | 90 Days |

1. Last time and date of sumission of bid : 28/03/2024. 15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid : 28/03/2024 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can obtained from website https://tripuratenders.gov.in
**Er. J. Chakraborti**
**Executive Engineer,**
**DWS Division**
**Agartala Municipal Corporation**

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
**NOTICE Inviting e -Tender**
**PNIe-T-NO:10/EE/DWS/AMC/2023-24 Dated : 13/03/2024**

The Executive Engineer,DWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

| Sl No. | DNIeT No | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIe-T No. 20/EE/DWS/AMC/2023-24 | Rs. 522274 | Rs. 10445 | 90 Days |
| 2 | DNIe-T No. 21/EE/DWS/AMC/2023-24 | Rs. 375656 | Rs. 7513 | 90 Days |

1. Last time and date of sumission of bid : 27/03/2024. 15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid : 27/03/2024 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can obtained from website https://tripuratenders.gov.in
**Er. J. Chakraborti**
**Executive Engineer,**
**DWS Division**
**Agartala Municipal Corporation**

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
**PNIe-T-NO:19/DIV-II/AMC/2023-24 Dated : 14/03/2024**

| Sl No. | D.N.I.e-T No | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIe-T No. 29/DIV-II/AMC/2023-24 | Rs. 21,93,970.00 | Rs. 43,879.00 | 90 (Ninety) Days |

Last date and time for document downloading/ Bidding: 20/03/2024 at 14.00 Hrs/ 15.00 Hrs.
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in
**Executive Engineer,**
**Division No-II**
**Agartala Municipal Corporation**

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
**NOTICE Inviting e -Tender**
**PNIe-T-NO:15/EE/DIV-I/AMC/2023-24 Dated : 14/03/2024**

The Executive Engineer, PW Div-I AMC on behalf of the Hon'ble Mayor Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:

| Sl No. | D.N.I.e-T No | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.N.I.e-T No. 55/DIV-I/AMC/2023-24 | Rs. 24,12,414 | Rs. 48,248 | 90 (Ninety) Days |

1. Last time and date of sumission of bid : 27/03/2024. 14.00/15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid : 27/03/2024 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can obtained from website https://tripuratenders.gov.in
**Er. J. Chakraborti**
**Executive Engineer,**
**DWS Division**
**Agartala Municipal Corporation**

# কাজের সন্ধান

## অনলাইনে ৩০২ জন ট্রেড এপ্রেন্টিস পরীক্ষা ছাড়াই স্টিল অথরিটিতে নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় ট্রেড এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশের পর আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় অর্থাৎ সেইল-এ বিশেষ করে ইসকো স্টিল প্ল্যান্ট, বার্ণপুরে ট্রেড এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১৯ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৯ মার্চ। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। সেইল-এর জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় কর্পোরেট সেক্টর বিশেষ করে স্টিল অথরিটিতে বা সেইল-এ চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় স্টিল অথরিটি বা সেইল-এ সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ৩ হাজার জনকে বাছাইয়ের কর্মসুচি থাকলেও বর্তমানে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ইসকো স্টিল প্ল্যান্ট, বার্ণপুরে। এক্ষেত্রে কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষারও প্রয়োজন নেই। পরীক্ষা ছাড়াই স্টিল অথরিটিতে নিয়োগের এটি একটি দারুন সুযোগ। মেরিটের ভিত্তিতে প্রথমে বাছাই করে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ দেওয়া হয়। স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৩-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উধর্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। বয়সের উধর্বসীমায় ওবিসি-দের ক্ষেত্রে ৩ বছর, এসসি ও এসটি-দের ক্ষেত্রে ৫ বছর, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষমদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ বছর এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এইক্ষেত্রে নিয়োগ হবে ১৯৬১ এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট অনুযায়ী। ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — মেটালার্জি ৫৭টি, ইলেকট্রিক্যাল ৬৪টি, মেকানিক্যাল ১০০টি, ইনস্ট্রুমেন্টেশন ১৭টি, সিভিল ২২টি, কেমিক্যাল ১৮টি, সিরামিক ৬টি, ইলেকট্রনিক্স ৮টি, কম্পিউটার/ আইসিটিএসএম-এ ২০টি, ড্রাফ্টসম্যান ২টি। শূন্যপদগুলোর মধ্যে এসসি'র জন্য ২২ শতাংশ, এসটি'র জন্য ৬ শতাংশ, ওবিসি'র জন্য ১৭ শতাংশ, ইডব্লিওএস'র জন্য ৫.২ শতাংশ, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৩ শতাংশ সংরক্ষিত রয়েছে। ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৯ মার্চ। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। বাছাইকৃত হলে ইন্টারভিউর বা পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি।

## অনলাইনে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে প্রচুর এপ্রেন্টিস নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে সহস্রাধিক হলেও রেল হুইল ফ্যাক্টরিতে ১৯২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ। এদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিদ্যুৎ নিগমেও এধরনের এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। রেল হুইল ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা যে-কোনও একটির উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২২ মার্চ-এর মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২২ মার্চ। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। রেল হুইল ফ্যাক্টরিতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৩-০২-২০২৪-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উধর্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর-আরডব্লিওএফ/এটি-১৬/৬২৭(২০২৩-২৪)। তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং (১) ঃ ট্রেড ফিটার, শূন্যপদের সংখ্যা ৮৫টি। এর মধ্যে ১৩টি এসসি'র জন্য, ৬টি এসটি'র জন্য, ২৩টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮৫টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ ট্রেড মেশিনিস্ট, শূন্যপদের সংখ্যা ৩১টি। এর মধ্যে ৫টি এসসি'র জন্য, ২টি এসটি'র জন্য, ৮টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৬টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ট্রেড মেকানিক মোটর ভেহিকল, শূন্যপদের সংখ্যা ৮টি। এর মধ্যে ১টি এসসি'র জন্য, ১টি এসটি'র জন্য, ২টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৪টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ট্রেড টার্ণার, শূন্যপদের সংখ্যা ৫টি। এর মধ্যে ১টি এসসি'র জন্য, ১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ট্রেড সিএনসি অপারেটর, শূন্যপদের সংখ্যা ২৩টি। এর মধ্যে ৩টি এসসি'র জন্য, ২টি এসটি'র জন্য, ৬টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১২টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ ট্রেড ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদের সংখ্যা ১৮টি। এর মধ্যে ৩টি এসসি'র জন্য, ১টি এসটি'র জন্য, ৫টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৯টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ ট্রেড ইলেকট্রনিক মেকানিক, শূন্যপদের সংখ্যা ২২টি। এর মধ্যে ৩টি এসসি'র জন্য, ২টি এসটি'র জন্য, ৬টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১১টি অসংরক্ষিত। সব মিলে ৮টি শূন্যপদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য। সার্বিক হিসেবে মোট ১৯২টি শূন্যপদের মধ্যে ২৯টি এসসি'র জন্য, ১৪টি এসটি'র জন্য, ৫১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৯৮টি অসংরক্ষিত।

একইভাবে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের ক্ষেত্রে মোট শূন্যপদ ১০০টির মধ্যে ক্রমিক নং (১) ঃ ট্রেড সিভিল, শূন্যপদ ২৬টি। ক্রমিক নং (২) ঃ ট্রেড মেকানিক্যাল, শূন্যপদ ২৮টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ ট্রেড ইলেকট্রিক্যাল, শূন্যপদ ২৪টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ ট্রেড কম্পিউটার সায়েন্স ও আইটি, শূন্যপদ ৯টি। ক্রমিক নং (৫) ঃ ট্রেড ইলেকট্রনিক্স, শূন্যপদ ১৩টি। আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে হবে।

## এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে),**
শূন্যপদ ঃ ২০৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬-৮ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮০টি শহরে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৩১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেল্পার, হ্যান্ডি ওয়ার্ক- পুরুষ, মহিলা (এয়ারপোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ২৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ,
সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেড এপ্রেন্টিস (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৩০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর (ভারতীয় সেনাবাহিনী),**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা শারীরিক ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে, সম্ভাব্য তারিখ ২২ এপ্রিল।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৯৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পি.এ (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি অফিসার, ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার (এনবিসিসি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এস.আই. (সেন্ট্রাল পুলিশ, দিল্লি পুলিশ),**
শূন্যপদ ঃ ৪১৮৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৯, ১০ ও ১৩ মে, কেন্দ্র আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পুরুষ ও মহিলা কনস্টেবল (বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ৩৭৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ,
র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

## ভারতীয় স্থলসেনায় প্রচুর সংখ্যক অগ্নিবীর নিয়োগ, ৮ম শ্রেণি পাশদের থেকে শুরু

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অগ্নিবীর পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা শারীরিক ও লিখিত বা অনলাইনে পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। সম্ভাব্য তারিখ ২২ এপ্রিল। বিস্তারিত খবর — ত্রিপুরা, আসাম, অরুণাচলপ্রদেশ, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্রিশগড় ও আরও কিছু রাজ্য থেকে বিভিন্ন টেকনিক্যাল, ট্রেডসম্যান সহ ৬টি বিভিন্ন পদে সহস্রাধিক তরুণ-তরুণী নেবে ভারতীয় স্থলসেনায়। নিয়োগের এক বিশেষ অভিযানে। প্রার্থীবাছাই করা হবে সারা দেশ জুড়ে ৩৫টি আর্মি রিক্রুটমেন্ট অফিস থেকে। নিয়োগের জন্য শারীরিক মাপজোক ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়োগ র‍্যালী হবে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে। মোট সহস্রাধিক শূন্যপদের মধ্যে যেমন এসসি, এসটি এবং ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিতও রয়েছে বেশ কিছু পদ। পদভিত্তিক বিভাজন এবং রাজ্যভিত্তিক পদ অনুযায়ী শূন্যপদগুলির তালিকা পাবেন 'আর্মি অগ্নিবীর রিক্রুটমেট'-এর ওয়েবসাইটে লগ অন করে।

আবেদনের জন্য যোগ্যতা দরকার নিচের মতো শারীরিক মান ও বয়স ছাড়াও অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন বিভিন্ন পদের জন্য, তবে আবেদনের আগে অবশ্যই ক্যাটেগরিভিত্তিক শূন্যপদের বিভাজন ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে নেবেন। যেমন অগ্নিবীর জেনারেল ডিউটির জন্য মাধ্যমিক পাশ, অগ্নিবীর টেকনিক্যাল-এর জন্য মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ আইটিআই পাশ, অগ্নিবীর ক্লার্ক, স্টোরকীপার পদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে এবং প্রতি মিনিটে ৩৫টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করতে জানা, অগ্নিবীর ট্রেডসম্যানের জন্য ৮ম শ্রেণি/ মাধ্যমিক পাশ নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। আর্মি রিক্রুটমেন্টে এটি একটি বিশেষ নিয়োগ অভিযান।

বয়স হতে হবে ৩১-১০-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৭.৫ থেকে ২১-এর মধ্যে। প্রতি ক্ষেত্রে এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক মান-পুরুষদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি (তঃউঃজাঃ ১৬২.৫ সেমি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ১৬৫ সেমি), বুকের ছাতি ৮০ থেকে ৮৫ সেমি (তঃউঃজাঃ ৭৬-৮১ সেমি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ৭৮-৮৩ সেমি)। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শারীরিকপ্রতিবন্ধীদের জন্য এই চাকরি উপযুক্ত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তঃউঃজাঃ ১৫০ সেমি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ১৫৫ সেমি)। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বিষয়ে কোন তারতম্য এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে শারীরিক মান, তাতে সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ২৪ মিনিটে ৫ কিমি. দৌড় এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১.৬ কিমি. দৌড় সাড়ে ৮ মিনিটে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডাকা হবে ট্রেড টেস্টের জন্য। প্রতি ক্ষেত্রে আবার রয়েছে লিখিত বা অনলাইনে পরীক্ষাও। ট্রেড টেস্টে ডাকার আগে নেওয়া হবে ১০০ নম্বরের এই লিখিত পরীক্ষা। এতে আবার কাট অফ মার্ক রাখা হয়েছে এমন যে — সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ এবং এসসি/ এসটি/ ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ। প্রাক্তন সমরকর্মীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষাও নেই।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২২ মার্চের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

## সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।**

* কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬-৮ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮০টি শহরে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় **অপারেটর-কাম-টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটির অধীনে **হেল্পার, হ্যান্ডি ওয়ার্ক- পুরুষ, মহিলা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ, সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় **ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় সেনাবাহিনীতে **অগ্নিবীর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা শারীরিক ও লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে, সম্ভাব্য তারিখ ২২ এপ্রিল।

* রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীনে **ট্রেনি অফিসার, ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

* এনবিসিসি-তে **ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ-ইয়ার্ডে **নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* সেন্ট্রাল পুলিশ ও দিল্লি পুলিশে **এস.আই.** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪১৮৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৯, ১০ ও ১৩ মে, কেন্দ্র আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে **পুরুষ ও মহিলা কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ, র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীনে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

# সিএএ-তে স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন, শুনানি ১৯ মার্চ

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.) : সংসদে বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হওয়ার পরেও সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) কার্যকর হতে সময় লেগেছে প্রায় সাড়ে চার বছর। গত সোমবার ভারতে সিএএ কার্যকর হতে আবারও তার বিরোধিতায় সরব হয়েছেন বিরোধীরা। এ বার সিএএ-র উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আগামী ১৯ মার্চ সেই মামলার শুনানি রয়েছে শীর্ষ আদালতে।

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে আইনজীবী কপিল সিব্বল বিষয়টি উত্থাপন করেন। তার পরই বিচারপতি জানান, মামলাটি পরের সপ্তাহে ১৯ মার্চ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সাল থেকে এই আইনের বিরোধিতায় শতাধিক আবেদন দাখিল হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর সংসদে সিএএ পাশ করিয়েছিল মোদী সরকার। ওই আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশ থেকে যদি সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে এ দেশে আশ্রয় চান, তা হলে তা দেবে ভারত। কিন্তু সিএএ-তে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও সেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তা নিয়েই যত আপত্তি বিরোধীদের।

## ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে উদ্বিগ্ন আমেরিক

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি. স.): লোকসভা ভোটের আগে দেশে লাগু হয়েছে ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)। আর এই নিয়ে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করল আমেরিকা। সিএএ-র প্রয়োগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আমেরিকার বিদেশ দফতরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার।

আমেরিকা জানিয়েছে, গোটা বিষয়টি তারা পর্যবেক্ষণ করছে। ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ায় তারা উদ্বিগ্ন। একইসঙ্গে আইনটি বাস্তবায়নের বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন বলেও জানিয়েছেন মার্কিন বিদেশ দফতরের এক মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। তিনি বলেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এই আইন কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আইনের অধীনে সকল সম্প্রদায়ের জন্য সমান আচরণ মৌলিক গণতান্ত্রিক নীতি।'

উল্লেখ্য, বিরোধীরা আগেই সিএএ নিয়ে তোপ দেগেছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে। এবার আমেরিকাও সিএএ প্রসঙ্গে তাদের উদ্বেগের কথা জানাল।

## ট্রেনে যাত্রীর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : বৃহস্পতিবার আসানসোলে ডাউন গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেসের বি-৬ বগিতে টিকিট ছাড়াই ভ্রমণ করা একজন যাত্রীর কাছ থেকে একটি ট্রলি উদ্ধার করা হয় যাতে নগদ ৫০লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। যাত্রীর অস্বাভাবিক আচরণ দেখে আরপিএফের সন্দেহ হয়, পরে তাকে ধরা হয়। বিপুল পরিমান টাকা উদ্ধারের পর আয়কর দফতর তদন্ত শুরু করেছে।

শুক্রবার আরপিএফের তরফে জারি করা সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে,যখন তার ট্রলি ব্যাগটি খোলা হয়েছিল, তখন ৫০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছিল। কেন এত বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে ওই ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন, টাকার উৎস কী, এসব বিষয় খতিয়ে দেখছেন আয়কর কর্মকর্তারা।

আরপিএফ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মোহিত কুমার (২১)। তিনি বিহারের বাসিন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি দাবি করেন, তিনি গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেসে করে হাওড়া যাচ্ছিলেন।

আরপিএফের আসানসোল ডিভিশনের কমান্ড্যান্ট রাহুল রাজ বলেন, উদ্ধার হওয়া টাকা গোনার পরে দেখা গেছে,ব্যাগে নগদ ৫০ লক্ষ টাকা ছিল। এরপর আরও তদন্তের জন্য মোহিত নামের ওই যুবককে আয়কর বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আয়কর দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কী ভাবে টাকা পেলেন তা নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি মোহিত। তদন্তকারীদের ধারণা, ওই যুবককে কাউকে টাকা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

## পুলিশ কমিশনারের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৫ মার্চ, (হি.স.): আদালত অবমাননার মামলায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারের ভূমিকায় চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা। শুক্রবার কলকাতা পুলিশকে চরম ভর্ৎসনা করল হাইকোর্ট। একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পুলিশকে কিছু সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। নির্দেশে মান্যতা না দেওয়ার জন্যেই ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি মান্থা।

মামলাকারী পঙ্কজ কুমার দুগার আদালতের দারস্থ হয়েছিলেন। একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ জুন ২০২২ এ তার মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন যাতে তার মোবাইল সংস্থা দেয় তার জন্য কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

একই সঙ্গে ওই দিন আলিপুর পুলিশ কোর্ট থেকে হাজারা ক্রসিং ও কালিঘাট ফায়ার স্টেশন পর্যন্ত সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়ার আবেদন জানান।

এদিন সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, হাইকোর্টের অর্ডার কি খেলার জিনিস? পুলিশ কি মনে করছে? হাইকোর্টের নির্দেশ না মানলেও চলবে? কিন্তু পুলিশ যদি ভাবে আদালতের নির্দেশ না মানলেও চলবে, তাহলে ভুল করছে। কেন আদালত অবমাননার জন্য তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেব না?

## মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনের নিরাপত্তাবৃদ্ধি, তদন্তে লালবাজারের বিশেষ টিম

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রাতে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাড়িতেই পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যান তিনি। এসএসকেএম-এর তরফে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় গভীরভাবে কেটে গিয়ে গল গল করে রক্ত বেরোতে থাকে। নাকেও কেটে যায়। ফলে পড়েছে একাধিক সেলাই।

এই ঘটনার পরই তাঁর বাড়ির সামনে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি লালবাজারের বিশেষ তদন্তকারী দল এই ঘটনার তদন্ত করবে বলে সূত্রের খবর।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পিছন থেকে ধাক্কার কারণে পড়ে গেছেন বলে জানানো হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, তাঁকে কে ধাক্কা দেবে? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বাড়িতেই এভাবে চোট পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয় নিয়েও বিস্তর চর্চা চলছে। এরই মধ্যে জানা গেল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবং ঘটনার তদন্ত করে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল তৈরি করা হয়েছে লালবাজারের তরফে।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যায় লালবাজারের বিশেষ টিম। সায়েন্টিফিক উইং, ফরেন্সিক উইং, ফটোগ্রাফি সেকশনের কর্মীরা ছিলেন ওই দলে। তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের বয়ান রেকর্ড করেন। একই সঙ্গে, সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখেন তাঁরা। কালীঘাট থানার সঙ্গে যৌথভাবে তদন্ত করছে লালবাজার।

## সমগ্র সমাজের সংগঠন হল সঙ্ঘ : সহ সরকার্যবাহ ডঃ মনমোহন বৈদ্যজি

নাগপুর, ১৫ মার্চ (হি.স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সরসঙ্ঘচালক, ড. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বলেছিলেন, "সঙ্ঘ হল সমগ্র সমাজের সংগঠন"। আমরা গত ৯৯ বছর ধরে তা অনুভব করছি। ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সঙ্ঘের কাজের পরিধি মূল্যায়ন করলেই সে বিষয়ে আলোকপাত করা যায়। দেশের ৯৯ শতাংশ জেলায় সঙ্ঘের কাজ চলছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ড. মনমোহন বৈদ্য শুক্রবার অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকের উদ্বোধনের একথা বলেছেন। এদিন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কমপ্লেক্সে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীলজি আম্বেকরও। এছাড়াও অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ নরেন্দ্র কুমার জি এবং অলোক কুমার জিও উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকের উদ্বোধন করেন শ্রদ্ধেয় সরসঙ্ঘচালক ড. মোহন জি ভাগবত এবং মাননীয় সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে জি, ভারত মাতার ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তাঁরা। এই বছর ১৫-১৭ মার্চ নাগপুরের (মহারাষ্ট্র) স্মৃতি মন্দির কমপ্লেক্সের রেশিমবাগে সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় ৪৫টি প্রদেশের ১৫০০ জনেরও বেশি অতিথি উপস্থিত রয়েছেন।

মনমোহন বৈদ্য সঙ্ঘের কাজের সম্প্রসারণ সম্পর্কে বলেছেন, কাজের দৃষ্টিকোণ থেকে সঙ্ঘের ৪৫টি প্রান্ত রয়েছে, তারপরে বিভাগ এবং তারপরে জেলা, ব্লক রয়েছে। ৯২২টি জেলায়, ৬৫৯৭টি তালুকায় তথা ১২-১৫টি গ্রামে একটি গোষ্ঠীকে আমরা মন্ডল আখ্যা দিই, সঙ্ঘের মোট ৭৩, ১১৭টি দৈনিক শাখা ২,৭৭,২০টি বিভাগে সংগঠিত হয়। গত বছর থেকে ৪৪৬৬টি শাখা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শাখাগুলির মধ্যে ৬০ শতাংশ ছাত্র এবং ৪০ শতাংশ শ্রমিক বা ব্যবসায়িক কর্মী রয়েছে। এর মধ্যে ৪০ বছরের বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা ১১ শতাংশ। সাপ্তাহিক সভার সংখ্যা ২৭,৭১৭, যা গত বছরের থেকে ৮৪০টি সাপ্তাহিক মিটিং বেড়েছে। সংঘ মণ্ডলীর সংখ্যা ১০,৫৬৭। শহর ও মেট্রোর ১০ হাজার বসতিতে ৪৩ হাজার সরাসরি শাখা রয়েছে।

নারী সমন্বয়

নারী সমন্বয়ের কাজে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি এবং বিভিন্ন সংগঠনে সক্রিয় নারী কর্মীদের মাধ্যমে ৪৪টি প্রদেশে ৪৬০টি নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে অংশগ্রহণ করেন ৫ লাখ ৬১ হাজার নারী। সঙ্ঘের শতবর্ষ বর্ষের প্রস্তুতির দিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ। এর উদ্দেশ্য ভারতীয় চিন্তাধারা এবং সামাজিক পরিবর্তনে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

অহিল্যাবাই হোলকারের জন্মশতবার্ষিকী ২০২৪ সালের মে থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পালিত হবে। অহল্যাবাই হোলকার সারা দেশে ধর্মীয় স্থানগুলি পুনর্নির্মাণ করেছেন এবং নিঃস্ব মানুষের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য অনেক কাজ করেছেন, যা সম্পর্কে সমাজ সচেতন নয়। এই বছর, ভারত জুড়ে তাঁর অবদান ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনার কাজ চলছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ১০০ শতাংশ ভোট নিশ্চিত করতে, সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা জনসচেতনতা তৈরি করতে দ্বারে দ্বারে যাবে।

অযোধ্যায় রামলালার পবিত্রতা নিয়ে সংঘের ব্যাপক জনসংযোগ ছিল। অক্ষত বিতরণ অভিযানের মাধ্যমে ৫,৭৮,৭৭৮টি গ্রাম এবং ৪, ৭২৭টি শহরের মোট ১৯ কোটি, ৩৮ লক্ষ, ৪৯ হাজার, ৭১ টি পরিবারের সাথে ৪৪ লক্ষ, ৯৮ হাজার ৩৩৪ জন রাম ভক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এই প্রচারাভিযানের উতাহী সাড়া এবং অভ্যর্থনা জনগণের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আশ্বস্ত করেছে।

সঙ্ঘ শিক্ষা ক্লাসের রচনায় নবীন পাঠ্যক্রম

সংঘ শিক্ষা বিভাগে একটি নবীন পাঠ্যক্রম যোগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগে সঙ্ঘ শিক্ষা শ্রেণির গঠনে ৭ দিনের প্রাথমিক শিক্ষা শ্রেণি ছিল, প্রথম বছর ২০ দিনের, দ্বিতীয় বছর ২০ দিন এবং তৃতীয় বছর ২৫ দিন। এখন নতুন কাঠামোতে ৩ দিনের প্রস্তুতিমূলক ক্লাস, ৭ দিনের প্রাথমিক শিক্ষা শ্রেণী এবং ১৫ দিনের সঙ্ঘ শিক্ষা শ্রেণী এবং ২০ দিনের জন্য কর্মী উন্নয়ন শ্রেণী-১ এবং ২৫ দিনের কর্মী উন্নয়ন শ্রেণী-২ থাকবে। এই ক্লাসগুলিতে বিশেষভাবে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর টুছছ.দ্রন্ধএর এই ওয়েবসাইটে এক লক্ষেরও বেশি অনুরোধ ক্রমাগত আসছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে, রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে।

## মেট্রোতেই জনসংযোগ-প্রচার হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী রথীনের

হাওড়া, ১৫ মার্চ (হি.স.): গত ৬ মার্চ হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে মেট্রো চলাচলের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ন'দিন পর, শুক্রবার যাত্রীদের জন্য পরিষেবা শুরু করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। প্রথমদিনই হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে সদলবলে হাজির হয়ে লোকসভা ভোটের প্রচার করলেন রথীন চক্রবর্তী। নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁদের বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আবেদন করেন।

রথীনবাবু এবার হাওড়া সদর লোকসভা আসনে বিজেপির প্রার্থী। লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত না হলেও তিনি প্রচারে নেমে পড়েছেন। শুক্রবার ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর এই অংশে যাত্রী পরিষেবা শুরু হওয়ায় তিনি প্রচার সারেন। যেহেতু হাওড়ার বাইরের অনেক মানুষ মেট্রোতে উপস্থিত ছিলেন, তাই তিনি বিজেপির অন্য প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানান।

রথীনবাবু বলেন, "আজকের দিনটি ঐতিহাসিক। আমরা গর্বিত নরেন্দ্র মোদী এটা সকলের জন্য করেছেন। আমাদের কাছে কোনও বাধাই বাধা নয়। আমরা নরেন্দ্র মোদীর গর্বিত সৈনিক।"

## বাঁদর তাড়াতে পটকার আগুনে পুড়ে ছাই খড়ের পালুই

বাঁকুড়া, ১৫ মার্চ (হি. স.) : বাঁদরের তাড়াতে গিয়ে ব্যবহৃত পটকার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল খড়ের পালুই। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বড়জোড়া থানার মালিয়াড়া গ্রামে। মালিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশেই প্রশান্ত কর্মকারের বাড়ি।

তিনি বলেন, এবছর বর্ষা ভালো হয়নি। কোনো রকমে কিছুটা জমি চাষ করেছিলাম। তাতে যে ধান হয়েছিল তার খড় গৃহপালিত গরু মোষের খাবারের জন্য পালুই দিয়ে খামারে রাখাছিল। সব শেষ হয়ে গেল বলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন।

পঞ্চায়েতের উপ প্রধান শান্তনু তেওয়ারী বলেন, আমি তখন অফিসে বসে কাজ করছিলাম। এলাকায় বন্য বাঁদরের উৎপাত ভীষণ বেড়েছে। সবজি বাগানের ক্ষতি তো করছেই যখন তখন বাড়িতেও চলে আসছে। মালিয়াড়ার অনেকেই জখম হয়েছেন বাঁদরের আঁচড় কামড় খেয়ে। তিনি বলেন অফিসে বসেই শুনতে পাচ্ছিলাম একদল বাঁদর সবজি খেতে নেমেছে। তাদের তাড়ানোর জন্য অনেকে টিন বাজাচ্ছেন। পটকাও ফাটছিল। সম্ভবত পটকার ছিটকে আসা আগুনের ফুলকি ছিটকে এসে খড়ের গাদায় পড়ে। শান্তনু বাবু বলেন আমিই প্রথম লক্ষ্য করি প্রশান্ত কর্মকারের খড়ের পালুই থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বড়জোড়ার দমকল কেন্দ্রে ফোন করি। সেখান থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

## বিহারে ৫টি আসনে লড়বে লোক জনশক্তি পার্টি

পাটনা, ১৫ মার্চ (হি. স.): লোকসভা ভোটে লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রামবিলাস পাসোয়ানের পুত্র চিরাগকেই গুরুত্ব দিল বিজেপি। দিল্লিতে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল চিরাগের। সেখানেই বিজেপির সঙ্গে আসনরফা চূড়ান্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এলজেপি-কে ৫টি আসন ছেড়েছে বিজেপি। তাতে রাজি হয়েছেন চিরাগ।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, হাজিপুর আসন থেকে লড়বেন চিরাগ। এই আসনটি ছিল চিরাগের কাকা পশুপতিকুমার পারসের। এদিকে পশুপতি জানিয়েছেন, 'আমরা বিজেপির কাছে জানিয়েছি যে, আমাদের ৫ জন সাংসদ এর আসনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হোক।' তিনি এও জানিয়েছেন যে তিনি হাজিপুর আসন থেকে লড়বেন।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে মৃত্যু হয় রামবিলাস পাসওয়ানের। এরপর উত্তরাধিকার নিয়ে ঝামেলার জেরে লোক জনশক্তি পার্টি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। রামবিলাসের ভাই পশুপতি পারস এবং রামবিলাসের ছেলে চিরাগ পাসওয়ানের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। তবে দলের ৬ সাংসদের মধ্যে ৫ জনই পশুপতি পারসের সঙ্গে ছিলেন। চিরাগ একা ছিলেন। সেই চিরাগকেই গুরুত্ব দিল বিজেপি।

## মোদীকে ভুটান সফরে আমন্ত্রণ তোবগের, আগামী সপ্তাহেই যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভুটান সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিন তোগবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছেন এবং আগামী সপ্তাহেই ভুটান সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভুটানের রাজার পক্ষ থেকে, প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং তোবগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আগামী সপ্তাহে ভুটান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিন তোগবে এখন ভারত সফরে রয়েছেন। এর আগে বৃহস্পতিবার তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

## নেটদুনিয়া তোলপাড়, মমতার দুর্ঘটনা ঢেকে গেল মিম, ব্যঙ্গ, অবিশ্বাসে

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.): বৃহস্পতিবার রাত গভীর হওয়ার আগে থেকেই নেটদুনিয়া তোলপাড় হতে থাকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ঘটনা নিয়ে। বলাই বাহুল্য, মিম, ব্যঙ্গ, অবিশ্বাসে ভরা সেসবের প্রায় ১৫ আনা। রাতভর অজস্র মন্তব্যের পর শুক্রবারও তার বিরাম নেই।

ডালিয়া ঘোষ লিখেছেন, "প্রতিটা ভোট আসে, পিসুমনি হাত, পা ভাঙে এবার নাকি মাথা। তা ভালো এবার যদি মাথার পোকা গুলো মরে!" এই পোস্টে বেলা ১২টা পর্যন্ত এসেছে ১৮টি মন্তব্য। সৌম্য দত্তগুপ্ত লিখেছেন, "পোকা তে নাড়া পড়লে আরও মুস্কিল।

সুদীপ্তা দত্ত লিখেছেন, "একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে হাসি ঠাট্টা করিসনা। আমার তো মনে হচ্ছে বিষয়টা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের। মনে হয় বাড়িতে ভাই বোনের মারামারি হয়েছে। এর জন্য রাজ্য সরকারের এসআইটি গঠন করা উচিত।"

রাজশ্রী লাহিড়ি লিখেছেন, "বাবুন বাবুর কীর্তি।" বিধান চন্দ্র মণ্ডল লিখেছেন, "নাটকের শেষ কবে হবে?" সৈকত বিশ্বাস লিখেছেন, "পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!"

পৃথক পোস্টে প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস বৃহস্পতিবার রাতে বড় হরফে লেখেন, "ছবিটা দরকার ছিল।" তাতে বেলা ১২টা পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে ১৪টি মন্তব্য। দেবব্রত মুখার্জি লিখেছেন, "কপাল যে ফেটে গেছে সত্যই তা বোঝাযাবে ভোটের ফলে গোয়েন্দা রিপোর্ট পেয়ে।" নবকুমার সিনহারায় লিখেছেন, "ছবিটা কে তুললেন ? কেও কি জানতেন যে মূখ্যমন্ত্রী পড়ে যাবেন ? রক্ত এইভাবে গাল বেয়ে নেমে আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে ভাইরাল করে দেবো এটা কি পূর্ব পরিকল্পনার অঙ্গ! বিষয়টি গোলমেলে।

উৎসব চক্রবর্তী লিখেছেন, "আমি ফটো দেখে ভেবেছিলাম মাথায় কেউ গুলি করেছে।"

অচিন্ত্যবাবু সকালে সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "উপেক্ষা করুন রক্ত কেন মোছেনি?

কে ধাক্কা দিল ?

হাসপাতালে থাকতে এত আপত্তি কেন?

আসলে সন্দেশখালি ভুলিয়ে দেবার কৌশল। একদম আলোচনা করবেন না।"

প্রতিক্রিয়ায় স্বামী আদিদেবানন্দ লিখেছেন, "শিল্পী ভালোই সাজিয়েছে। তবে যদি শাড়িতে একটু কৃত্তিম রক্ত লাগাতো, দ্বখদ্ধত্র ভ্রুদ্ম টা নিখুঁত হতো। ক্ষমার অযোগ্য দুষ্কর্ম থেকে থঞ্চষ্ঠত্রদ্রব্ধদ্রদ্র স্থন্তুত্রন্ঠ করাতে আবেগতাড়িত বাঙালিকে বিভ্রান্ত করার কৌশল , এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইনি তো ঢপেশ্বরী রানী (বেগম সাহেবা)। সবটাই সাজানো নাটক।"

হরেন্দ্রনাথ কোলে লিখেছেন, "গুরুত্ব পেতে চাইছে"। গৌতম কর্মকার লিখেছেন, "অস্কার প্রাপ্য।"

সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার রাতে বড় হরফে লেখেন, "দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। আমরা দেখে নিয়েছি।

রক্তটা এবার মুছুন, রক্ত শুকিয়ে কাঠ।"

তাতে বেলা ১২টা পর্যন্ত লাইক, প্রতিক্রিয়া ও শেয়ার এসেছে যথাক্রমে ৩হাজার ৯০০, ৫২৩ ও ১১৮টি। এর পর রাত তিনটে নাগাদ সন্ময়বাবু লেখেন, 'পুশড ফ্রম বিহাইন্ড' নিয়ে তোলপাড় রাজ্য।

মণিময় পিজির ব্রিফিংয়ে বলেছেন, কাজরী বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন।

এখন সেই ঠেলাটা তাহলে ঠেলল কে ?অন্য দিন এই সময় বাড়িতে বাচ্চা গুলো থাকে। এদিন ছিল না। তাহলে ?

ঘর নির্জন, ফোনে কথা বলছিলেন ফিরহাদের সঙ্গে। রিপোর্ট, খুব সিরিয়াস এক সাংবাদিকের, ইলকট্রনিক্স মাধ্যমে। এরপরই সেই 'ঠেলা'। এবং তারপর ভাইপো নিজের গাড়িতে করে পিজিতে নিয়ে গেলেন। অ্যাম্বুলেন্সে নয়। খেয়াল করলাম যে রক্ত বাড়িতে ঝরেছে সেটা মোছাতে পিজির বেড পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল! কেন? উত্তর নেই। ছবি তোলার পর তারপর রক্ত মোছা হল, চিকিৎসা শুরু হল। কেন?

রক্ত ঝরা সেই ছবি প্রতীক দিওয়ানের কাছে চলে গেল। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও হয়ে গেল, মুহূর্তে। তারপর নিউরো, কার্ডিয়াক, মেডিসিন একে একে ডাক্তারদের ডাক। এবং তারপর পরীক্ষা, স্টিচ। দেখা গেল কপাল পোড়েনি, ফেটেছে। ফাটলো কপাল, নাকেও হল স্টিচ!

লক্ষ্য করলাম বেরোবার সময় মুখা গম্ভীর, বিষণ্ণ, নীচু। সাংবাদিক, মন্ত্রী কারুর দিকে তাকালেন না। হুইল চেয়ারে গাড়ি পর্যন্ত, তারপর গাড়ি ছুটল কালীঘাট।

প্রশ্ন অনেক। এতবড় হাই প্রোফাইল মহিলার বাড়িতে কোন ডাক্তার বরাদ্দ নেই। কেন?

একজন এই মাপের নেত্রী (যিনি যে কোনোদিন) প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন তাঁর বাড়িতে কেন থাকবে না ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্স? থাকলেও সেটা ব্যবহার করা হল না কেন? রক্ত মোছার জন্য একটা কাপড়ও জুটল না! বিশ্বাসযোগ্য?

এমন হাজারো প্রশ্ন আছে। উত্তর নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ ? উত্তর - এই ঠেলা (পুশ) আসলে সেই মারাদোনার ভগবানের হাতের ঠেলা। গোল হয়েছে, খুশী থাক। ভুলেও প্রশ্ন করো না কার হাত, কেন হাত, কিসের জন্য এই হাত। চিত্রনাট্য পরিষ্কার।

কিন্তু বেশ কাঁচা। এলোমেলো। কার হাত, কার ঠেলা, পরিষ্কার হল?"বেলা ১২টা পর্যন্ত লাইক, প্রতিক্রিয়া ও শেয়ার এসেছে যথাক্রমে ১হাজার ৭০০, ১৩৭ ও ২০৩টি।

## নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি. স.): নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের নতুন আইনে এখনই স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২১ মার্চ এই মামলার শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি থেকে দেশের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার বিরোধিতা করে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য ছিল, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবে মন্ত্রিসভার হাতে থাকবে না। এদের নিয়োগ করবে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং প্রধান বিচারপতির যৌথ কমিটি। এই কমিটির সুপারিশ মেনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করবেন। কিন্তু শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেও নতুন করে বিল আনে কেন্দ্র।

বৃহস্পতিবারই নির্বাচন কমিশনের জোড়া শূন্যপদে দুই আমলাকে নিয়োগ করা হয়েছে। দেশের দুই নির্বাচন কমিশনারের পদে নিয়োগ করা হয়েছে সুখবীর সিং সান্ধু এবং জ্ঞানেশ কুমারকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি এই দুই নাম চূড়ান্ত করেছে।

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলাও দায়ের হয়। শুক্রবার সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের উপর এখনই কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে না। ২১ মার্চ মামলাটি আবার শুনবে শীর্ষ আদালত।

### সিএএ নিয়ে মন্তব্যের জন্য কেজরিওয়ালের বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ শরণার্থীদের, উঠল ক্ষমা চাওয়ার দাবি

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.) : সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিসিএ) কার্যকরের বিজ্ঞপ্তি জারির পরেই আপত্তি জানিয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভারতের নাগরিকদের বঞ্চিত করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে চলে আসা ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষায় কেন এত তৎপর কেন্দ্র।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ) নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সেই মন্তব্যের প্রতিবাদে এ বার আন্দোলনে নামলেন ওই তিন দেশ থেকে আসা হিন্দু এবং শিখ শরণার্থীরা, অবিলম্বে এএপি প্রধানের ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি তুলেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার তাঁর দিল্লির বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন কয়েক হাজার হিন্দু ও শিখ জনতা। শুক্রবারও হল বিক্ষোভ।

**AMARPUR, GUMATIDISIKIL**
**PRESS NIET. NO. 03/EE/DWS/DIVN/AMP/2023-24**
**Dated. 12/03/2024**

The Executive Engineer, DWS Division, Amarpur, Gomati, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC / MES / CPWD/ Railway / P&T / Other State PWD/ Central & State Sector undertaking a for the following works :-

| Sl. No | Name of Work | Estimated Cost | Earnest Money |
|---|---|---|---|
| 1 | DNIeT No.10/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 44,52,132.00 | ₹ 89,043.00 |
| 2 | DNIeT No.11/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 9,66,498.00 | ₹ 19,330.00 |
| 3 | DNIeT No.12/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 8,62,974.00 | ₹ 17,259.00 |
| 4 | DNIeT No.14/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 48,32,833.00 | ₹ 96,657.00 |
| 5 | DNIeT No.15/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 53,00,337.00 | ₹ 1,06,007.00 |
| 6 | DNIeT No.16/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 33,22,130.00 | ₹ 66,443.00 |
| 7 | DNIeT No.17/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 7,54,164.00 | ₹ 15,083.00 |
| 8 | DNIeT No.18/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 14,52,125.00 | ₹ 29,043.00 |
| 9 | DNIeT No.19/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 14,54,603.00 | ₹ 29,092.00 |
| 10 | DNIeT No.20/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 9,24,451.00 | ₹ 18,489.00 |
| 11 | DNIeT No.21/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 14,55,525.00 | ₹ 29,111.00 |
| 12 | DNIeT No.22/DNIeT/EE/DWS/AMP/2023-24 | ₹ 7,00,466.00 | ₹ 14,009.00 |

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 10-04- 2024
Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Amarpur at 15:30 on 10-04-2024 if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Amarpur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division /Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https://www.tripuratenders.gov.in

**ICA/C/5312/24**

sd/-
(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer DWS Division,
Amarpur Gomati District, Tripura

# মা উড়ালপুলে বাইক দুর্ঘটনায় জখম দুই আরোহী

কলকাতা, ১৫ মার্চ, (হি.স.): মা উড়ালপুলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি বাইক। এতে দু'জন জখম হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে কলকাতা ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (সিএনএমসি) ভর্তি করানো হয়।

শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে ১টার মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাইকটি মা উড়ালপুল ধরে সায়েন্স সিটির দিক থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে যাচ্ছিল। তপসিয়ার কাছে বাইকটি উল্টে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে বাইকটি বুক করেছিলেন এক যাত্রী। দুর্ঘটনায় চালক এবং যাত্রী দু'জনেই গুরুতর জখম হন।

ওই সময়েই মা উড়ালপুল দিয়ে যাচ্ছিল লেক থানার ওসির গাড়ি। ওসি দুর্ঘটনাস্থলে যান এবং আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে নিজের গাড়িতে তুলে নেন। তিনিই পার্ক সার্কাসের সিএনএমসি-তে নিয়ে যান আহতদের। দুর্ঘটনার ফলে মা উড়ালপুলের একাংশে যান চলাচল ব্যাহত হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটিকে দ্রুত সেখান থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। তার পর যান চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়।

## ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

লোকসভা ভোটের সঙ্গেই অরুণাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম এবং ওড়িশায় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

## মিঞা হাওরে

● প্রথম পাতার পর

মৎস্যচাষিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় প্রতিহিংসামূলক কারণে মৎস্যচাষিদের জলাশয়ের মাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্থ ঐ সমস্ত মৎস্যচাষিদের সহায়তায় "ত্রিপুরা মৎস্য সম্পদ সুরক্ষা" প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য দপ্তর উদ্যোগী হয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মৎস্যমন্ত্রী জানান, সারা রাজ্যের ১,৫২৯টি জলাশয়ের সংস্কার করা হবে। এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্রা এবং অধিকর্তা সন্তোষ দাস।

## বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বিজেপির দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন, কেন লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা থেকে দুইজন প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এরই জবাবে আজ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য একথা বলেন। তাঁর কটাক্ষ, লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার দুইটি আসনে বিরোধী প্রার্থীরা একত্রিত হয়েও ১ লক্ষের ভোটের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারবেন না। সেই ভয়েই কংগ্রেস বিজেপি জোটের নেতা কর্মীদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইছে। ধীরে ধীরে বিরোধীরা আরও সঙ্গীহীন হবে বলেন তিনি।

## ১৮ জন

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক সহ বটতলা বাজারের ব্যবসায়িকরা।তাঁর কথায় , বটতলা শিববাড়ির উল্টোদিকে ১৮ জন ব্যবসায়ীকে বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে পাশাপাশি ছোট একটি পার্ক তৈরি করা হবে সেই জায়গায় সৌন্দর্যের জন্য।

## দপ্তর বণ্টন

● প্রথম পাতার পর

নিয়েছেন তিপ্রা মথার দুই বিধায়ক। তবে তাদের দপ্তর বণ্টন বাকি ছিল। শুক্রবার দুই নতুন মন্ত্রীকে তাদের নিজ নিজ দপ্তর বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ পঞ্জাবের বিধায়ক রাজকুমারের

পঞ্জাব, ১৫ মার্চ (হি. স.) : পঞ্জাবে বড় ধাক্কা কংগ্রেসের। শুক্রবার কংগ্রেসের বিধায়ক তথা বরিষ্ঠ নেতা ডাঃ রাজকুমার চাব্বেওয়াল দল ও বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এরপর তিনি পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যান। সেখানে গিয়ে তিনি আম আদমি পার্টিতে যোগ দেন। জানা গেছে, আম আদমি পার্টির হয়ে তিনি হোশিয়ারপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়বেন।

প্রসঙ্গত, রাজকুমার দুবার কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক হয়েছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে তিনি হোশিয়ারপুর কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন।উল্লেখ্য, চাব্বেওয়ালকে দলিত সম্প্রদায়ের একজন বরিষ্ঠ নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতিও ছিলেন।

# গ্রেফতার কেসিআর কন্যা কবিতা

হায়দরাবাদ, ১৫ মার্চ (হি. স.): এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে গ্রেফতার হলেন তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের মেয়ে তথা বিআরএস নেত্রী কবিতা রাও । দিল্লির আবগারি কেলেঙ্কারির অভিযোগে শুক্রবার সকাল থেকে হায়দরাবাদের বানজারা হিলসে কবিতার বাসভবনে তল্লাশি অভিযান শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ও আইটি আধিকারিকরা । এরপর বিকেলে তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা । তল্লাশির পরই বিআরএস নেত্রীকে নিজেদের হেফাজতে নেয় ইডি ।

উল্লেখ্য, কবিতাকে দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গতবছর জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। কিন্তু সম্প্রতি তিনি ইডির তলব এড়িয়ে গিয়েছেন। এই মামলার চার্জশিটে ইডির অভিযোগ, দিল্লির তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী ও আবগারি সংক্রান্ত নীতির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া আবগারি নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে যে ব্যবসায়িক সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন কবিতা তার ৬৫ শতাংশের মালিক।

# "সরাসরি জোড়া ফুলে ভোট দিন", আরজি কুণালের

কলকাতা, ১৫ মার্চ, (হি.স.): 'আমি ব্যারাকপুরের বিজেপি কর্মীদের বলব, পার্থ ভৌমিককে ভোট দিন। যদি আপনাদের আত্মসম্মান বলে কিছু থাকে তাহলে সরাসরি জোড়া ফুলে ভোট দিন।" অর্জুন সিংকে একহাত নিয়ে তৃণমূলের তরফে শুক্রবার এই মন্তব্য করলেন কুণাল ঘোষ।কুণাল সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, "জোড়া ফুলের বাতিল কাউকে ভোট দেবেন কেন ? জোড়া ফুলের প্রত্যাখ্যাত কাউকে ভোট দেবেন কেন ? আপনারা একবার যাঁর হয়ে কাজ করেছেন, তিনি একবার আপনাদের পার্টি ছেড়ে তৃণমূলে চলে এসেছেন।তৃণমূল টিকিট দেয়নি বলে আপনাদের কাছে যাচ্ছেন। তাহলে আপনাদের তো কোনও দাম নেই। যে কেউ যখন খুশি যাতায়াত করে আপনাদের পার্টির টিকিট পেতে পারেন। ফলে যাঁদের যাঁদের আপত্তি আছে তাঁদের জন্য প্রতীক একটাই, ঘাসের ওপর জোড়া ফুল। আদি বিজেপিরা যেখানে আছেন, তাঁরা এবারের নির্বাচনে আপনাদের অস্তিত্ব, আত্মসম্মান বজায় রাখতে, দলটাকে হাইজ্যাক হওয়া থেকে বাঁচাতে বাংলার উন্নয়নকে সমর্থন করুন এবং আদি বিজেপিরা ঘাসের ওপর জোড়া ফুল প্রতীকে ভোট দিন।'ব্যারাকপুর থেকে তৃণমূল টিকিট দেয়নি তাঁকে। ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে পার্থ ভৌমিককে। এনিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই ক্ষোভ-বিক্ষোভ জানাচ্ছিলেন অর্জুন সিংহ। তাতেও বিশেষ কোনও কাজ না হওয়ায় তৃণমূলের সঙ্গ ত্যাগ করার কথা বলেছিলেন। এমনকী ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে পার্থ ভৌমিককে হারানোর চ্যালেঞ্জও ছোড়েন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিজেপিতে "ঘর ওয়াপসি" শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। সেই মতোই শুক্রবার গেরুয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন হল অর্জুন সিংয়ের। একই সঙ্গে আজ বিজেপিতে যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী।

# লকেটকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে, উত্তেজনা

হুগলি, ১৫ মার্চ, (হি.স.): শুক্রবার লকেট চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। ভদ্রেশ্বরে তাঁকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশের সঙ্গে বচসা হয় হুগলির বিজেপি প্রার্থীর। ঘটনার প্রতিবাদে ভদ্রেশ্বর বাজারের গেটের সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান লকেট।পুলিশ দাবি করেছে, অনুমতি ছাড়া বাইক মিছিলের কথা ছিল, তাই বাধা দেওয়া হয়েছে। যদিও বাইক মিছিলের কোনও কর্মসূচিই ছিল না বলে পাল্টা দাবি করেছেন লকেট।ঘটনা প্রসঙ্গে লকেট বলেন, 'শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন তাঁদের সমস্যার কথা। আমরা পার্সোনালি কথা বলতে আসছিলাম। কিন্তু, ভদ্রেশ্বরে জ্যোতির্ময়ের কিছুটা আগে আমাদের আটকে দেওয়া হল। সেখানে বলা হচ্ছে, আমরা বাইক মিছিল করতে যাচ্ছি। আমরা বাইক মিছিলের জন্য কোনও অনুমতি নিইনি। আমরা বলিইনি।পুলিশ কী করে ভেবে নিচ্ছে আমরা বাইক মিছিল করছি। আজকে দেখলাম, যাঁরা জুটমিল শ্রমিকদের সমর্থন করতে এসেছেন, তাঁদের বাইকগুলো পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। চাবি নিয়ে নিয়েছে। এক হাজার, দুই হাজার টাকার চালান কেটেছে। এত ভয় কীসের ? আমরা মিলকর্মীদের সঙ্গে কথা বলব। মিল যাতে খোলে তার জন্য আমরা আন্দোলন করব। যে পুলিশরা এসব করছে, তারা চায় না মিল খুলুক।"

## গাঁজা উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা হবে বলে জানান তিনি।ধৃত হলেন, হৃদয় মিয়া ও বারিক মিয়া। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, নশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে খোয়াই থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১২ চাকার লরিতে তল্লাশি ৭০ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে গাড়ি চালক ও সহ চালককে আটক করা হয়েছে।জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খোয়াই থানার পুলিশের কাছে খবর আসে খোয়াই বেলফাং এলাকায় দিয়ে গাঁজা পাচার করা হবে।সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযান লরির চাকার ভেতরে লুকিয়ে প্রায় ৭০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে বহিঃরাজ্যের চালক ও সহ চালককে আটক করা হয়েছে।ধারণা করা যাচ্ছে গাঁজা গুলি আগরতলা থেকে বহিঃ রাজ্য উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন তারা। তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## আহত ৪

● প্রথম পাতার পর

আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। জনৈক অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী জানিয়েছেন, তারা এসে দেখতে পেয়েছেন গুরুতর আহতদের স্থানীয়রা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এসে গাড়ির ভেতরে থাকা আহত দুইজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তাদের আঘাত সামান্য বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে বাইকের আরোহীরা ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর। মূলত দ্রুতগতির কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

# তৃণমূল প্রার্থীর দেওয়াল লিখলেন বিধায়ক জনসংযোগ সারলেন বিজেপি প্রার্থী

ক্যানিং, ১৫ মার্চ (হি. স.) : এখনও নির্বাচন ঘোষণা হয়নি। কিন্তু নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই সমস্ত রাজনৈতিক দল ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত কেন্দ্রে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল। সব কেন্দ্রে না হলেও বিজেপি অনেক কেন্দ্রেই নিজেদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি ও তৃণমূল দুই পক্ষই প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। আর সেই ঘোষণার পর থেকেই ভোটের ময়দানে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন দলের কর্মীরা। প্রার্থীরাও বিভিন্ন জায়গায় জন সংযোগ, প্রচার শুরু করে দিয়েছেন।

শুক্রবার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে আসেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কান্ডারি। দলীয় কর্মীদের সাথে পরিচয় পর্বর পাশাপাশি এলাকার মানুষের সাথে জন সংযোগ করেন। এই কেন্দ্র থেকে গতবারও প্রার্থী হয়েছিলেন। তৃণমূলের প্রতিমা মন্ডলের কাছে তিন লক্ষের বেশি ভোটে হেরেছিলেন এই বিজেপি প্রার্থী। তবে এবার আর গতবারের হারের পুনরাবৃত্তি হবে না বলেই আশাবাদী তিনি। ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলাকার মানুষ ভোট দিতে পারেন নি। কোন আসনেই বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেন নি। সেই কারণে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বাড়তি নজর রাখছে বিজেপি। এদিন এই কেন্দ্রে নির্বাচনী কাজে এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, " গতবারের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে এবার লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছি আমরা। মোদীজি তথা বিজেপি আমার উপরেই আরও একবার আস্থা রেখেছেন। আশাকরি, তৃণমূলের দুর্নীতি আজ বাংলার সব মানুষ জানেন। দেশ গড়ার কাজে মোদীজির হাতকে শক্ত করতে বিজেপিকেই মানুষ ভোট দেবে। এই কেন্দ্র থেকে আমি জয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত।"

অন্যদিকে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় গত কয়েকদিন ধরেই নির্বাচনী সভা শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। শনিবার প্রার্থী নিজে আসবেন এই বিধানসভার দলীয় কর্মীদের সাথে পরিচয় পর্ব সারতে। তার আগে এলাকায় এলাকায় দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূল কর্মীরা। দলীয় কর্মীদের একাজে উৎসাহ দিতে এদিন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস দেওয়াল লিখনের কাজে হাত লাগান। সাথে ছিলেন ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাসও। পরেশ বলেন, " সারা রাজ্যের মধ্যে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সবথেকে রেকর্ড পরিমাণ ভোটে জিতবেন। ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে অন্তত পঞ্চাশ হাজারের বেশি ভোটে লিড পাবেন তিনি। রাজ্য জুড়ে মা মাটি মানুষের সরকারের উন্নয়নের নিরিখেই ভোট হবে।"২০২৪ লোকসভা ভোটের জন্য এলাকায় বিজেপি কর্মীরা দেওয়াল চুন করে দখল করে রেখেছিলেন। অভিযোগ রাতের অন্ধকারে সেই দেওয়ালই জোর করে দখল করেছে তৃণমূল। বিজেপির নাম মুছে দিয়ে দেওয়ালে তৃণমূলের নাম লেখা হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের। এমনকি বিজেপি কর্মীদের নিজেদের বাড়ির দেওয়ালও জোর করে তৃণমূল দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি কর্মীরা। এই বিষয়ে শুক্রবার ক্যানিং থানা, এসডিপিও ক্যানিং ও এসডিও ক্যানিংয়ের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা।

ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বুদোখালি গ্রামের বাসিন্দা শান্তি গোপাল মণ্ডল। তিনি বিজেপির অঞ্চল কনভেনরের দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, গত ১০ই মার্চ দলের কর্মীদের নিয়ে এলাকার মানুষের অনুমতিতে দেওয়ালে চুন করেন। পাশাপাশি মধুখালি বাজার, দক্ষিণ বুদোখালি, পাখিরালা, পেতুয়া সহ নানা জায়গায় জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কান্ডারির নাম ও দলের প্রতীক চিহ্ন আঁকা হয় বিজেপির তরফে। অভিযোগ সেই সব দেওয়াল জোর করে তৃণমূলের লোকজন মুছে দিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলের নাম লেখেন ও তৃণমূলের প্রতীক আঁকেন। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। শান্তি গোপাল বলেন, " এলাকায় আমাদের কোন প্রচার করতে দেবেনা বলেই জোর করে আমাদের চুন করা দেওয়াল তৃণমূল দখল করে নিয়েছে। এলাকার তৃণমূল নেতা ইন্দ্রজিৎ সর্দারের নেতৃত্বে এই দখল চলছে। প্রতিবাদ করলে নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছে।" যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইন্দ্রজিৎ। তিনি বলেন, " এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। যে দেওয়াল আগে থেকেই আমরা দখল করে রেখেছি, বাড়ির মালিকের থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে রেখেছি, সেই দেওয়াল বিজেপিরা চুন করেছে। আমাদের দখল করা দেওয়ালেই আমরা দলের প্রার্থীর নাম ও প্রতীক এঁকেছি। যদি কোন দেওয়ালে ওদের নাম লেখা থাকে তাঁর প্রমান দেখাক।"এ বিষয়ে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের এবারের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কান্ডারি বলেন, "শুধু ক্যানিং নয়, একাধিক জায়গাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। নির্বাচন এখন ঘোষণা হয়নি, কিন্তু তার আগেই তৃণমূলের সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছি। আশাকরি প্রশাসন ব্যবস্থা নেবেন। যদি না নেয় তাহলে নির্বাচন কমিশনকেও অভিযোগ জানাবো।"

# সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গেও সংঘের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে : সহ-সরকার্যাবহ

নাগপুর, ১৫ মার্চ (হি.স.) : শুক্রবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ-সরকার্যাবহ ডঃ মনমোহন বৈদ্য বলেছেন যে এখন সংঘের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। তাদের বিভ্রান্তি ও ভয় ক্রমশ কমছে। ডঃ বৈদ্য এও বলেছেন যে সংখ্যালঘুদের মধ্যেও সংঘ তাদের সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে।শুক্রবার নাগপুরের রেশিমবাগে সংঘের তিনদিনের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা শুরু হয়েছে। সরসংঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত এবং সরকার্যাবহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে এই সভার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিক সম্মেলন হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর এবং সহ-প্রচার প্রমুখ নরেন্দ্র কুমার এবং অলোক কুমার। সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ বৈদ্য বলেন, ভারতে বসবাসকারী ১৪০ কোটি মানুষের মাতৃভূমি, পূর্বপুরুষ ও সংস্কৃতি একই। সংঘ এটাও মনে করে যে, এই দেশের সবাই আদতে হিন্দু।

ডঃ বৈদ্য সংঘের সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে সারা দেশে ৭৩ হাজার ১১৭টি শাখা আছে, গত বছর এর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৮ হাজার। সংঘের শতবর্ষ পূরণের আগে সারা দেশে এক লক্ষ শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে বলেও তিনি জানান।

ডঃ বৈদ্য বলেন, রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আগে অযোধ্যা থেকে নিয়ে আসা পুজোর অক্ষত ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়। সেইসময়ে সংঘ ও সংঘের সমমনস্ক সংগঠনের প্রায় ৪৪ লাখ ৯৮ হাজার কার্যকর্তা দেশের প্রায় ৫ লাখ ৯৮ হাজার ৭৭৮ গ্রামে পৌঁছেছিলেন। ১৯ কোটি ৩৮ লক্ষ পরিবারে অক্ষত পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। আর ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের দিন সারা দেশে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার জায়গায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।সংঘের শিক্ষা বর্গের পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ বৈদ্য বলেন যে, প্রথম বছরের প্রশিক্ষণ সংঘ শিক্ষা বর্গ যেটি ২০ দিনের পরিবর্তে ১৫ দিনের হবে। এরপর দ্বিতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ-১ এবং তৃতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ-২ হবে। এতেও ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। তার আগে তিন দিনের প্রারম্ভিক বর্গ হবে। এরপর সাতদিনের প্রাথমিক বর্গ হবে। এবারে কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ-২ ১৩ মে থেকে ৬ জুন নাগপুরে অনুষ্ঠিত হবে বলেও তিনি জানান। সহ-সরকার্যাবহ বলেছেন যে লোকসভা নির্বাচনে ভোটদানে অংশগ্রহণ বাড়াতে ঘরে ঘরে যাবেন সংঘের কর্মীরা। সংঘ মনে করে যে, দেশে একশোভাগ মানুষের ভোটদানে অংশগ্রহণ করা উচিৎ।

# নির্বাচনের আগে ফের উত্তেজনা তমলুকের ময়নায়, বিক্ষোভের মুখে দেবাংশু

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ মার্চ (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের আগে আবার উত্তেজনা ছড়িয়েছে তমলুকের ময়না বিধানসভা এলাকায়। ভোট প্রচারে বেরিয়ে শুক্রবার কর্মীদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তমলুক লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। তাঁর গাড়ি ঘিরে কর্মীদের একাংশ প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, "বাড়ি ফিরতে পারব তো?"

তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশুর পোস্টার ছিঁড়ে ফেলারও অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, দেবাংশুকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের কর্মীরাই।

শুক্রবার ময়নায় নির্বাচনী প্রচারে যান দেবাংশু। তার আগে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ময়না। জিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বুথে প্রথমে তৃণমূলের পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে বাগ্‌বিতণ্ডা বাধে তৃণমূল এবং বিজেপির। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে আসতে হয়।

রাত ১১টা নাগাদ তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করেছে বিজেপির কয়েক জন। এমনই অভিযোগ করেন তৃণমূলের কর্মীরা। শুক্রবার সেই কার্যালয়েই উপস্থিত হন দেবাংশু। তখন দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের কথা দেবাংশুকে জানান তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের আঙুল উত্তম সিংহ এবং চন্দন মণ্ডল নামে দুই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে।

পাশাপাশি, ময়নায় দেবাংশু পৌঁছনোর আগে তাঁর নামে যে পোস্টার লাগিয়েছিলেন তৃণমূল কর্মীরা, সেই পোস্টার ছেঁড়া অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই সবের মধ্যে প্রচারের সময় দেবাংশুকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান ময়নার বাকচা গ্রামের তৃণমূল কর্মীরা।

তাঁদের অভিযোগ, বিজেপির ভয়ে তাঁরা গ্রামে প্রবেশ করতে পারছেন না। গাড়ি থেকে দেবাংশু তাঁদের বার বার আশ্বস্ত করেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করছে।"গত বিধানসভা ভোটে ময়না বিধানসভা কেন্দ্রটিতে জয়ী হয় বিজেপি। তার পর থেকে বার বার তৃণমূল এবং বিজেপির কোন্দলে উত্তপ্ত হয়েছে ওই বিধানসভা এলাকা। বিশেষত, বাকচায় বার বার উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, লোকসভা ভোটের আগে আবার গন্ডগোল পাকাচ্ছে বিজেপি। যদিও পাল্টা তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসের' অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

# সপ্তাহান্তে শিয়ালদা মেন শাখায় ১৪৩টি লোকাল ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.): সপ্তাহান্তে দমদম জংশনে ইন্টার লকিংয়ের কাজ চলবে। আর সে কারণে ১৬ মার্চ রাত ১২ টা থেকে ১৮ মার্চ বিকাল ৪টে পর্যন্ত শিয়ালদা মেন শাখায় ১৪৩টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ৪৬টি ট্রেন অন্য পথে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপক যাত্রী দুর্ভোগ থাকবে এই ৫২ ঘণ্টা। এছাড়াও তিনটি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

মূলত শিয়ালদা-ব্যারাকপুর-নৈহাটি সেকশনে এবং শিয়ালদা-দমদম ক্যানটনমেন্ট সেকশনে ট্রেন বাতিল থাকছে। গোটা শিয়ালদা ডিভিশনে ৮৯২টি ট্রেনের মধ্যে ৭৪৯টি ট্রেন চলবে। শিয়ালদা-বনগাঁ ও শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর শাখার সমস্ত মাতৃভূমি লোকাল সাধারণ ট্রেন হিসাবে চলবে। বাতিল করা হয়েছে তিনটি মেল-এক্সপ্রেস। তালিকায় আছে, আসানসোল ইন্টারসিটি, শিয়ালদা জঙ্গিপুর এক্সপ্রেস ও হাওড়া সিউড়ি মেমু এক্সপ্রেস।

রেলের তরফে দাবি করা হয়, যাত্রীদের আরও ভাল পরিষেবা দিতেই এই কাজ করা হচ্ছে। তবে সাধারণ যাত্রীরদের বক্তব্য, সকলের সরকারি চাকরি নয়। ফলে শনিবার ছুটি বা হাফ ছুটিও থাকে না। সারাদিন অফিস শেষে ট্রেন বাতিলের মুখে পড়তে হলে নাকাল হতে হয়। আর রবিবার এভাবে ট্রেন বাতিল হলে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করলেও তা থেকে পিছু হটতে হয়। এর আগে মার্চের শুরুতে ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও পরে অনিবার্য কারণে তা স্থগিতও রাখা হয়।

# অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত্যু নাবালিকার

মুর্শিদাবাদ, ১৫ মার্চ (হি.স.) : সাত বছরের শিশুকন্যাকে বাড়িতে রেখে মসজিদে গিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। আচমকা অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত্যু নাবালিকার। শুক্রবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রানিতলার মৌসুমারি এলাকায়। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের সদস্যরা।

জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের রানিতলার মৌসুমারি এলাকার বাসিন্দা তামান্না খাতুন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকত ৭ বছরের ওই নাবালিকা। সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোররাতে ঘুমোচ্ছিল তামান্না। সেই সময় পরিবারের সদস্যরা মসজিদে যান নমাজ পড়তে। তখনই আচমকা কোনওভাবে আগুন লেগে যায় বাড়িতে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে গোটা বাড়ি। এদিকে ঘরে ঘুমোচ্ছিল তামান্না। প্রতিবেশীরা টের পাওয়ামাত্রই ছুটে যান। আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে শিশুটিকে উদ্ধার করতে ঘরে ঢুকতে পারছিলেন না কেউ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ইঞ্জিন। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। তখনই উদ্ধার করা হয় নাবালিকাকে। ঝলসানো অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রতিবেশী সূত্রের খবর, পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে গোটা বাড়ি। প্রচুর ক্ষতির আশঙ্কা। সরকারি সাহায্যের আর্জিও জানিয়েছেন সকলে।

# ক্রীড়াঙ্গন

**Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.**
Agartala Dairy; P.O. Indranagar, Agartala 799006, Tripura
e-mail : tripuramilkunion@yahoo.com;

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER**

Chief Managing Director, Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd, (GCMPUL) Indranagar, Agartala Dairy invites Online e-Tenders through e-Procurement Portal of Govt. of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) for below mentioned DNIeT No.

| DNIeT No. | Procurement of | Last Date & Time for Submission of e-Bids |
|---|---|---|
| GMU/E-Tender/RICE BRAN/2023-24/16 | 400 MT Rice Bran | 22/03/2024 Upto 3:00 PM |
| GMU/E-Tender/RICE POLISH/2023-24/15 | 400 MT Rice Polish | |

The requirements of the above mentioned ingredients may vary/changes/increase/ decrease/stop according to purchaser's necessity/ Budgetary Provision of GCMPUL.
Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-5294/24

Chief Managing Director

**PNIe-T No:- 33 /PNICT/EE/DWS/BLN/2023-24**
**e-Tender in single bid system are invited for the following work:-**

| Sl. No. | Name of the work | Estimated cost | Earnest money | Deadline for online bidding | Website for online bidding | Time & date of opening of online bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Water Supply Scheme at District Magistrate Administrative Complex, South Tripura District DNIT No. : 33/SE/DWSC/UDP/2023-24 | ₹ 1,20,49,868.00 | ₹ 2,40,997.00 | Upto 3.00 P.M on 05.04.2024 | https://tripuratenders.gov.in | At 3.30 P.M On 05.04.2024 if possible |

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work
or https://etenders.gov.in/eprocure/app seen on website www.tripuratenders.gov.in https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/eedwsdivbln@yahoo.in

**ICA/C-5288/24**

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Belonia,
South Tripura District, Tripura

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 45/EE/DWS/DMN/2023-24**

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following work-

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199/EE/DWS/DMN/2023-24 | Rs 8,75,382.00 | Rs. 17,508.00 | 60 days | Appropriate Class |
| 2 | 200/EE/DWS/DMN/2023-24 | Rs 9,01,005.00 | Rs. 18,020..00 | 60 days | Appropriate Class |
| 3 | 201/EE/DWS/DMN/2023-24 | Rs 17,47,456.00 | Rs. 34,949.00 | 90 days | Appropriate Class |

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 04-04-2024 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 04-04-2024 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee 1,000.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

**ICA/C/5283/24**

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

**PRESS NOTICE INVITING SHORT QUOTATION NO. :- 52/AGRI/EE/WEST/2023-24**
**Date- /03/2024**

On behalf of the 'Governor of Tripura', sealed separate quotations are invited from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 1 (One) No. BOLERO Vehicle for use of Superintending Engineer, West District, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Tripura for a period of 12(Twelve) Months.

| Sl. No. | Description of work | Quantity | Cost of document | Last date & time for receipt of application & issue of Quotation | Issue of Bidding | Bidding document Selling & Dropping Center | Date & time for dropping of quotation | Opening date & Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hiring of BOLERO vehicle for use of Superintending Engineer, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Tripura for a period of 12(Twelve) Months. (DNIQ NO. 75/AGRI/EE/WEST/2023-24) | 1(One) No., | Rs.1,000/- only | During office hours upto 04:00 PM on 15/03/2024 | upto 04:00 PM on 15/03/2024 & 16/03/2024 | Office of the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala, Tripura. | Up to 3.00 P.M. on 18/03/2024 | On 22/03/2024 at 4.00 P.M |

**ICA/C-5269/24**

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West),
Department of Agriculture & F. W,
Agartala, West Tripura

No.F.12(1)VOL-I/SDM/KBK/NAZ/2022/ 3737 Dated the Karbook. 13.03.2024.

**NOTICE INVITING TENDER**

The undersigned invites sealed spot tender from the interested Supplier /Agencies/Companies for purchasing of Chainsaw (Model No.382) for Disaster management in connection with Capacity Building. The quotation is to be submitted in a sealed envelope on or before 12.00noon of 16.03.2024 in the Office Tender Box of SDM Office Karbook.

| Sl. No. | Type of item | Quantity | Remark |
|---|---|---|---|
| 01. | Chainsaw (Model No:382) | 01(one) –nos. | For Disaster Management Purpose |

Terms & Condition.
N.B: Terms and Condition may be collected from SDM Office Karbook

**ICA/C/ 5264/24**

Sub-Divisional Magistrate,
Karbook, Gomati District.

**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**

PNIT NO.: 93/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24 Date 13/03/2024 The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

| Sl. No. | PNIeT No & DNIeT No | Last Date and time for document downloading and Bidding | Time and date of Opening of Bid/Technical Bid |
|---|---|---|---|
| 1. i) | PNIT No. 93/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24 & DNIT No. CE/Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/85/2023-24 | Upto 3.00 pm On 12/04/2024 | At 4.00 pm on 12/04/2024 (If possible) |

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

**ICA// 52 58/24**

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.

# সুপারে শারুখের দুর্দান্ত বোলিং সহজ জয় পেলো সংহতি ক্লাব

## জে সি সি-৭৫ সংহতি-৭৬/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সংহতি ক্লাব। তাও জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব কে হারিয়ে। বল হাতে বিধ্বংসী শারুখ হোসেন। জে সি সি-র ব্যাটসম্যানদের উপর কার্যত স্ট্রিম রোলার চাপালেন বাঁহাতে ওই জোরে বোলারটি। তাতেই আসরের তৃতীয় জয় পেলো সংহতি, চতুর্থ ম্যাচে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। টি আই টি মাঠে জে সি সি-র গড়া মাত্র ৭৫ রানের জবাবে সংহতি ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের শারুখ ৫ উইকেট পেয়েছেন। শুক্রবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শারুখের বিধ্বংসী বোলিংয়ে শুরু থেকেই ব্যাকফুটে চলে যায় জে সি সি। একসময় ২৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে গভীর খাদের কিনারায় ছিলেন বিশ্বজিৎ পালের দল। দলের হয়ে ৭ নম্বরে ব্যাট করতে নামা শুভম রাই যদি সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৬০ রানের গন্ডি পার হতো না। শুভম ৫৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রান করেন। এছাড়া শুভম ঘোষ ২৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং প্রতীক ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। জে সি সি ২৬.৪ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৭৫ রান করতে সক্ষম হয়। সংহতির পক্ষে শাহরুখ হোসেন ১৮ রানে ৫ টি এবং চিরঞ্জীৎ পাল ১৪ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ১০.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় সংহতি। ওপেনার সম্রাট সূত্রধরের ঝনো ব্যাট দলের জয়কে সহজ করে দেন। সম্রাট ২৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রান করেন। এছাড়া মারকুটে ব্যাটসম্যান শ্রীদাম পাল ২১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে অর্জুন দেবনাথ ১২ রানে, পারভেজ সুলতান ১৬ রানে এবং শুভম ঘোষ ১৯ রানে ১ টি করে উইকেট দখল করেন।

NIT No.F. 8(11-169)-SE/Plan/ 2018-19 (L-I) Date 14/03/2024
Notice inviting e-Tender for Supply of Girls Bi-Cycle during the year 2022-23.

| Sl. No | Item | Quantity | Tender Value | EMD Value (2% of Tender Value) | Period of downloading Documents | Last date of submission of bid documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supply of Girls Bi-cycle | 23215 (Number may be increased or decreased) | Rs.900.00 lakhs (approx) | 18.00 lakhs | w.e.f 14.03.0204 to 04.04.2024 | 04.04.2024 at 06:00PM |

The estimated cost of the tender is Rs.900.00 lakhs (Approx.)

**ICA/C/ 5302/24**

(N.C Sharma)
Directer
Secondary Education

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 29/EE/DWS/AGT-II/2023-24**
**Dated- 12/03/2024**

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e- tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the works as detailed below:-

| Sl. No. | Name of Work with DNIe-T No. | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Bid Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIe-T No: 145/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24 | ₹ 25,87,384.00 | ₹51,748.00 | 90 (Ninety ) days | ₹.1,000.00 |
| 2 | DNIe-T No: 146/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24 | ₹ 25,87,384.00 | ₹51,748.00 | 90 (Ninety ) days | ₹.1,000.00 |
| 3 | DNIe-T No: 147/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24 | ₹ 25,87,384.00 | ₹51,748.00 | 90 (Ninety ) days | ₹.1,000.00 |
| 4 | DNIe-T No: 148/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24 | ₹ 25,87,384.00 | ₹51,748.00 | 90 (Ninety ) days | ₹.1,000.00 |
| 5 | DNIe-T No: 149/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24 | ₹ 33,12,768.00 | ₹66,255.00 | 90 (Ninety ) days | ₹.1,000.00 |
| 6 | DNIe-T No: 150/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2023-24 | ₹ 52,79,361.00 | ₹ 1,05,587.00 | 120 (One Hundred twenty ) days | ₹.1,000.00 |

> Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-12/03/2024 at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-20/03/2024 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid-20/03/2024 up to 15.30 hours...
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website
www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

**ICA/C/ 5275/24**

(Er. D Dasgupta)
Executive Engineer DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

**NOTICE INVITING TENDER NO. 04/TENDER/2022-23**
**DATED- 14/03/2024.**

On behalf of the Panisagar Nagar Panchayat, the Executive Officer, Panisagar Nagar Panchayat invites item wise sealed tender for following work from the eligible bidders Up to 3 PM of 03/04/2024 (office date and hour only) as per following terms condition as well as DNIT. Tender documents shall be issued on payment of Rs.1000.00 (Rupees One Thousand only) in cash/Demand Draft (Non-Refundable) on any working days as specified above on production of documentary proof of registration of the firm, PAN card along with an application. Name of the work should be written on the outside of the envelope. For above mentioned work: -

| Sl. No | DNIT NO. | NAME OF ITEM | COST OF TENDER FORM | LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM | LAST DATE OF ISSUE OF TENDER FORM | EARNEST MONEY | PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS | ENCLOSURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/PNS/NP/TENDER/WATER-TANKER/2022-24 DATED.14/03/2024 | Supply of 1500 Litre Capacity Stainless Steel Water Tanker (Double Layer). | Rs.1000.00 | Up to 16.00 Hours on 28/03/2024 | Up to 17.00 Hours on 02/04/2024 | Rs.20,000.00 (Rupees twenty thousand) only (in the form of D call only not in the form of DD) | Office of the Panisagar Nagar Panchayat | 1. OEM Authorization Certificate 2. PAN card. 3. GST registration. 4. EMD. 5. Document in support of eligibility criteria. |

1. The copy of the DNIT may be inspected from the office of undersigned up to 28/03/2024. (Office date and hour
The sealed envelope containing complete tender, EMD must be addressed to the Executive officer, Panisagar Nagar Panchayat, Panisagar, North Tripura, indicating the DNIT NUMBER, NAME OF ITEM, BIDDER'S NAME and BIDDER'S ADDRESS on the envelope.
Time schedule of tender activities: i) Last Date & Time of Dropping of Tenders: Up to 3 PM of 03/04/2024.
ii) Probable Date & Time of Opening of Tenders: At 3.30 PM of 03/04/2024.
The full-fledged and sealed tender may be dropped in the tender box kept in the office of the undersigned or may be sent to the tendering authority by post (registered with A/D only) to reach within 3 PM of 03/04/2024. The tender received after closing of bid shall not be considered and the tender will be rejected. Tendering authority will not be liable for any postal delay (if sent through post / courier).
Earnest money is to be deposited on any nationalized/scheduled bank in favour of the Executive Officer, Panisagar Nagar Panchayat.
The tentative date & time of opening of tender is on 03/04/2024 at 3.30 PM. interested bidders or their representatives may remain present during opening of the tender.
If last date of dropping of tender happens to be a holiday or office work is affected due to any unforeseen circumstances, last date of dropping will automatically be extended up to next working day at respective time and accordingly opening date and time will be deferred. Opening date and time will be displayed in the office notice board if changed.
This notice is only to provide most preliminary information to the interested bidders. For any clarification contact at Panisagar Nagar Panchayat during office date and hour only.
10. The tendering authority reserves the right to reject any submitted tender not inconformity with relevant DNIT.

**ICA/C/5280/24**

Executive Officer
Panisagar Nagar Panchayat
Panisagar, North Tripura

## ক্রীড়া দপ্তর ও স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল, শনিবার এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ক্রিকেট টিম এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ক্রিকেট টিমের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ আগামীকাল সকাল ১০টায় ভোলাগিরি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে দু-দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। টিএসজেসি তাদের ভাতৃপ্রতিম সংস্থা জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সহযোগিতায় ক্রিকেট দল গড়েছে। রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর আয়োজিত এই ফ্রেন্ডলি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে সংবাদ জগতের প্রতিটি সংস্থার সদস্য-সদস্যা এবং ক্রীড়া প্রেমীদের যথাসময়ে মাঠে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। খেলোয়ারদের সকাল ন'টার মধ্যে মাঠে রিপোর্ট করতে টি এস জে সি-র সম্পাদক সুপ্রভাত দেবনাথ অনুরোধ জানিয়েছেন।

**PNIT NO: 32/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2023-24, Dated-14/03/2024**

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 03/04/2024 for 7(Seven) nos. Work Tenders. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in or contact through e-mail:- eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will
be available in the website only.

**ICA/C/ 5317/24**

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer
RD Amarpur Division
Dated- 14/03/2024
Memo No. 9(1)-TENDER/EE/RD/DIV/AMP/G/2023-24/ 2294

**Notice inviting e- tender**
**PNIe-T-64/EE/RD/BSGD/SPJ/2023-24/6167**
dt. 14/03/2024

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 05/04/2024 for Construction of boundary wall surrounding the SDM Quarter, Jampuijala Sepahijala Tripura, 2023-24. (PWD SOR 2023)
Eligible bidders shall participate in https://tripuratenders.gov.in.
Pre-Bid Conference: Date: 26.03.2024 Time: 11.00 AM in the chamber of bidding only in online through website the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

**ICA/C/ 5307/24**

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division Bishramganj,
Sepahijala District, Tripura

**Notice inviting e-tender vide No.F.9(7)/DDA/SPJ/FERT/ 2022-23/5600 Dated 12/03/2024**

The Deputy Director of Agriculture, Sepahijala District, Bishramganj invites on behalf of the "Governor of Tripura" an e-tender from bonafied and resourceful transport contractor of Indian nationality/Firms/Agencies conforming to eligibility criteria of the tenderer as specified in the tender document for internal carrying of different Agri Inputs (Seed/Fertilizer/ PPC etc.) in the Sepahijala District during the year 2024-25 (w.e.f 01-04-2024 to 31-03-2025) as detailed below.
e-tender No :- No.F.9(7)/DDA/SPJ/FERT/2022-23/5600. Dt 12/03/2024
Name of the Work :- internal carrying of different Agri Inputs (Seed / Fertilizer / PPC etc.) in the Sepahijala District during the year
2024-25 (w.e.f 01-04-2024 to 31-03-2025)
Tender Type :- e-tender
Estimated Cost :- Rs. 25,00,000/-
Earnest Money :- Rs. 25,000/-
Time of Completion :- 1 Year
Last date of bidding :- 01-04-2024 up to 11:00 AM.
Tender documents can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in w.e.f 12.03.2024, 6.24 PM for downloading and bid submission end date is 01.04.2024, 11.00 AM.
Submission of tenders physically is not permitted.
Tenderer may please visit https://tripuratenders.gov.in for more details of this tender

**ICA/C-5299/24**

Deputy Director of Agriculture
Sepahijala District, Bishramganj.

**সন্ধান চাই**

Ref :- East Agartala women PS GD Entry No. 13 dated-09/03/2024.
পাশের ছবিটি শ্রীমতি শিখা সাহা (চক্রবর্তী), স্বামী-বিজয় সাহা, সাং-পুরাতন বনমালিপুর, মহানাম আশ্রমের কাছে। থানা-পূর্ব আগরতলা, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স-৫১ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট, গায়ের রঙ কালো, পরনে লাল শাড়ী। গত ০৯/০৩/২০২৪ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ০৮টা সময় কাউকে কিছু না বলে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।
উপরে উল্লেখিত মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩২-৪৯১৮

**ICA-D-1963/24**

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

## করবুকে কৃষি উন্নয়ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

# কৃষকদের আত্মনির্ভর করাই সরকারের লক্ষ্য ঃ কৃষিমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।।** কেন্দ্র ও রাজ্যের বর্তমান সরকার কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ অমরপুর কৃষি মহকুমার রাঙ্গামাটিতে গ্রামীণ কৃষক জ্ঞানার্জন কেন্দ্রের উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ফসল বিক্রি করে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে হলে শুধুমাত্র চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষ করলেই চলবে না। এজন্য কৃষকদের সঠিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। এই কাজটি করার জন্যই এ ধরনের গ্রামীণ কৃষক জ্ঞানার্জন কেন্দ্র, কৃষক বন্ধু কেন্দ্র, সয়েল টেস্টিং সেন্টার গড়ে তোলাহচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত প্রথায় চাষাবাদে প্রশিক্ষণ ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করা হবে। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী কোনও জমি ফাঁকা না রাখার জন্য কৃষকদের পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দাস এই গ্রামীণ কৃষক জ্ঞানার্জন কেন্দ্রটি কৃষকদের খুবই উপকারে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মন্টি দেবনাথ রুদ্রপাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ফণীভূষণ জমাতিয়া।

অনুষ্ঠানে ২১০ জন কৃষকের হাতে স্প্রে মেশিন, ১৬ জনকে হর্টি টুলস এবং দেববাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়রাম স্বসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে ফার্ম মেশিনারি ব্যাঙ্কের অন্তর্গত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা ও অমরপুর বিএসির চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন।

## বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আগুন, এলাকা জুড়ে আতঙ্ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।।** আচমকায় শহরের বুকে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আগুন গেলে যাওয়ায় আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর প্রেসক্লাব সংলগ্ন ছাত্রী নিবাস সংলগ্ন এলাকায়।

বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আগুন দেখতে পেয়েই তড়িঘড়ি সাংবাদিক ও এলাকাবাসীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার প্রকাশ চালায়। বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল বিভাগের কর্মীরাও ছুটে আসে। তবে অল্পেতেই এদিন বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে গোটা শহর সহ সংশ্লিষ্ট এলাকা।

## বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ মার্চ:** বাইক দুর্ঘটনায় গুরুত্বর আহত হয়েছেন এক যুবক। তার নাম অনিকেত ভক্ত। বাড়ি বিলোনিয়া থানাধীন বরোজ কলোনী এলাকায়।

এই দুর্ঘটনাটি ঘটে আজ বেলা দুইটা নাগাদ বিলোনিয়া তবলা চৌমুহনী এলাকায়। খবর পেয়ে ছুটে যায় বিলোনীয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকে আহত অনিকেতকে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত অনিকেত ভক্তকে স্থানান্তরিত করে দেয় দক্ষিণ জেলা শান্তির বাজার হাসপাতালে।

জানা যায় , অনিকেত ভক্ত টিআর০৮-বি -৯৭৯৯ নম্বরের একটি বাইক নিয়ে মনুর মুখের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর অপর দিক থেকে আসা টিআর০১-বিভি-০৪৩৭ এই নম্বরের একটি মারুতি গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে তবলা চৌমুহনি এলাকায়।

এই সংঘর্ষের জেরে বাইক চালক অনিকেত ভক্ত রাস্তায় ছিটকে পড়ে হাতে এবং বুকে আঘাত পায়। এই দিকে মারুতি গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশ দুর্ঘটনার মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

## গৃহবধূর উপর হামলা, আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৫ মার্চ: দিন দুপুরে ঘরে ঢুকে এক গৃহবধূর উপর হামলার ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্ত পুলিশের জালে। তাকে আটক করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ দুপুরে চুরাইবাড়ির গোবিন্দপুর গ্রামে ২নং ওয়ার্ড এলাকায় এক গৃহবধূ এবং তার দশ বছরের সন্তান ছিল বাড়িতে। তখনই রাস্তা থেকে এক দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে কাঠের টুকরো দিয়ে ওই গৃহবধূকে আঘাত করেছিল। গৃহবধূর চিৎকারে আশপাশের সাধারণ মানুষ ছুটে আসতেই পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতি। তড়িঘড়ি গৃহবধূকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে কি কারণে এ ঘটনা সে বিষয়ে স্পষ্ট তো কোন কিছুই জানা যায়নি। ঘটনার বিবরণ দিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা।

ওই ঘটনার ১২ঘণ্টার মধ্যে মূল অভিযুক্তকে আটক করে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। আটককৃত যুবকের নাম নলিনীকান্ত সিনহা (২৭) তাকে আটক করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

## বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ মার্চ।।** রোগভোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলেন এক বৃদ্ধা। ঘটনা মন্দির নগরী উদয়পুরের সুকান্ত কলোনি এলাকায়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতিতে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন ওই বৃদ্ধা। মৃত বৃদ্ধার নাম মায়া রায় (৭৫ )।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় , রাজারবাগস্থিত সুকান্তপল্লী এলাকার দিলীপ রায়ের বৃদ্ধা মা মায়া রায় দীর্ঘদিন ধরে ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ ছিলেন। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে ঠাকুর ঘরে পুজো দেন। পূজা শেষ করে পরিবারের লোকজনদের অলক্ষ্যে নিজ ঘরে ফাঁসিতে ঝুলে পড়েন। পরবর্তীতে দিলীপ রায় এর স্ত্রী ঘরে এসে শাশুড়ির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে এক প্রকার হতভম্ব হয়ে আতঙ্কে চিৎকার দিলে ছুটে আসেন পার্শবর্তী লোকজন। খবর দেওয়া হয় ছেলে দিলীপ রায় কে।

এদিকে এলাকাবাসীদের পক্ষে খবর যায় রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায়। মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বৃদ্ধা মায়া রায়কে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

নিজ বসত ঘরে বৃদ্ধার ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা এলাকাবাসী। এদিকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দেন পুলিশ।শুক্রবার ময়নাতদন্ত শেষে বৃদ্ধার মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিজনদের হাতে। পরিজনদের দাবি রোগে আক্রান্ত থাকায় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন তিনি। রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## জিপিএটি’’র মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।।** আগামী ১৯ এপ্রিল গভর্নমেন্ট পেনশনার্স এসোসিয়েশন ত্রিপুরা’’র সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সূচনা হবে। ঐদিন থেকে এক বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন সাংগঠনিক ও সমাজ কল্যাণ মূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে সংগঠনটি সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করবে। অনুষ্ঠান সূচীর প্রথম দিন আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান শিবির আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঐ সভায়। জোন কমিটিগুলি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সর্বসাধারণকে মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। যেকোন ইচ্ছুক ব্যক্তি জোন সম্পাদকের কাছ থেকে স্বাস্য দপ্তর প্রদত্ত নির্দিষ্ট ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন। ঐ ফর্ম প্রতি মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনিবার সকাল এগারটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত জিপিএটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়েও পাওয়া যাবে। পূরণ করা আবেদনপত্র আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে সংগঠনের কাছে জমা দিতে হবে।

শিবিরের দিন দাতাগণ নিজেরাই স্বাস্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের হাতে ঐ সম্মতিপত্র তুলে দেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,জি পি এ টি অতীতে দুইবার এ ধরণের শিবিরের আয়োজন করেছিল। ২০১১ সালে ৮৪ জন এবং ২০১৪ সালে ৫৬ জন চক্ষু ও দেহদান করেছিলেন।

## বিসর্জন নাটকের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ:** ১৯২৩ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রযোজিত বিসর্জন নাটকের শতবর্ষ উদযাপন চলছে এখনো। সেই উদযাপনের শরিক এবার আমাদের রাজ্যও। রাজ্যের স্বনামখ্যাত ট্যুর অপারেটর সংগঠন নীলজ্যোতি ট্রাভেলসের আয়োজনে আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে আগামী ১৬ মার্চ সন্ধ্যা ছয়টায় বিসর্জন নাটকের আয়োজন নিয়ে থাকবেন কলকাতার বিখ্যাত নাট্যদল দক্ষিণীর শিল্পীরা।

এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে আরও নানা সাংস্কৃতিক আবহ। নীলজ্যোতি ট্রাভেলসের কর্ণধার সঞ্জীব আচার্য জানিয়েছেন, এই আয়োজন সম্পূর্ণভাবেই দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত। ত্রিপুরার আধারে কবিগুরু কর্তৃক নির্মিত বিসর্জনের এই আয়োজনে সকলকে সামিল হবার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, দক্ষিণী রবীন্দ্রনাথের গান এবং নাটকের সঠিক প্রচার, প্রসার এবং পরিবেশন-পদ্ধতি নিয়ে নিরলস সাধনার একটি প্রতিষ্ঠান।

## রাতের আঁধারে বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ মার্চ।।** চোরের উপদ্রব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সর্বত্র পুলিশ সিআরপিএফ এবং বিএসএফের জওয়ান মোতায়েন করা হলেও চোরের উপদ্রব এক বিন্দুও কমে যায়নি। এত পুলিশি পাহারার মধ্যেও যেভাবে নয়াপড়ার নেতাজি পাড়াতে চুরি কান্ড সংঘটিত হলো তাতে ধর্মনগর জুড়ে আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর রাত আনুমানিক ২:৩০ নাগাদ নেতাজি পাড়ার পরিমল দাসের বাড়িতে চুরি কান্ড সংগঠিত হয়। বাড়ির গ্রিল ভেঙ্গে লোহার দরজা খোলে ঘর থেকে তিনটি সোনার চেইন, দুই জোড়া সোনার দুল এবং ৬০ হাজার টাকা ক্যাশ নিয়ে চলে যায় চোরের দল। কিন্তু প্রত্যেকেই বাড়িতে ছিলেন এবং কেউ কোন ধরনের আওয়াজ উপলব্ধি করতে পারেননি, সকালে উঠে দেখা যায় দরজা খোলা, লোহার রড বাঁকানো, চাবির জায়গায় চাবি নেই।প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এত কিছু হয়ে গেল কিন্তু গৃহকর্তা গৃহকর্তী সহ বাড়ির সকলে কেমন করে ঘুমিয়ে ছিল যে তারা কিছুই শব্দ উপলব্ধি করতে পারেনি। অথচ ঘরের মাঝে যে লোহার শীটের দরজাটি রয়েছে তা আওয়াজ ছাড়া খোলা যায় না। এমন ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ প্রশাসনের কার্যকারিতা নিয়ে।

## হাসপাতালে ভর্তি লালু-পুত্র

পটনা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : অসুস্থ বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের বড় ছেলে। বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করায় আরজেডি নেতা তেজপ্রতাপ যাদবকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন পটনার রাজেন্দ্রনগরের এক বেসরকারি হাসপাতালে।

শুক্রবার নিজের বাড়িতেই বুকে ব্যাথ্যা অনুভব করেন তেজপ্রতাপ। সঙ্গে হচ্ছিল শ্বাসকষ্ট।পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাঁকে দ্রুত ভর্তি করা হয় পাটনার রাজেন্দ্রনগরের বেসরকারি হাসপাতালে। বর্তমানে তিনি এই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর আগেও অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তেজপ্রতাপ। সে সময় তাঁকে থাকতে হয়েছিল আইসিইউতে। চিকিৎসা চলেছিল দিনকয়েক।

## বিজেপিতে অর্জুন সঙ্গী দিব্যেন্দুও

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ, (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের থেকে পাননি টিকিট। তা নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। বিজেপিতে যে ফিরছেন, সেই জল্পনায় সিলমোহর দিয়েছিলেন নিজেই। শুক্রবার ফের বিজেপিতে ”’’ঘর ওয়াপসি’’” অর্জুন সিংয়ের। গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন দিব্যেন্দু অধিকারীও। তিনি তমলুকের সাংসদ এবং সম্পর্কে শুভেন্দু অধিকারীর ভাই। দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অমিত মালব্যর হাত থেকে বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন তাঁরা বিজেপির সদর দফতর থেকে বিজেপির উত্তরীয় পরেন তাঁরা।সাংবাদিক বৈঠক করে এই দুই নেতাকে বরণ করে নেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অর্জুন জানান, তিনি তাঁর দলের কর্মীদের তৃণমূলের ‘সন্ত্রাসের’ হাত থেকে বাঁচাতেই দলবদল করেছিলেন।বিজেপির উত্তরীয় পরে অর্জুনবাবু বলেন, “২০১৯-এ আমি সাংসদ হয়েছিলাম। ২০২১-এ বাংলায় যে ভোট-পরবর্তী হিংসা হয়েছে, তা সকলে দেখেছেন। ৫০এর বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। আমার কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি মানুষ নিপীড়িত হয়েছেন। দলের কর্মীদের বাঁচানোর জন্য আমাকে সাময়িক সময়ের জন্য দলবদল করতে হয়েছিল।”

## খোয়াই তহশীল কাছারির নতুন ভবনের উদ্বোধন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ মার্চ:** খোয়াই রাজস্ব মৌজার অধীন খোয়াই তহশীল কাছারির নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়েছে আজ। নবনির্মিত তহশীল ভবনের দ্বারোদঘাটন করেছেন জেলা শাসক ও সমাহর্তা চান্দনী চন্দ্রন।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মেঘা জৈন।রাজস্ব দপ্তরের অর্থানুকূল্যে তহশীল কাছারি বিল্ডিংটি নির্মিত হয়েছে। ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে মোট ত্রিশ লক্ষ টাকা। এটি নির্মাণ করে দিয়েছে পূর্ত দপ্তরের সড়ক ও বিল্ডিং বিভাগ।

তহশীল কাছারির নতুন ভবনটি গড়ে উঠেছে খোয়াই মহকুমার প্রধান ডাকঘরের সন্নিহিত স্থানে।তহশীল কাছারির আগের অস্থায়ী কার্য্যালয়টিও এই স্থানে অবস্থিত ছিল।

## ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে আহত শ্রমিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৫ মার্চ।।** কাজ করতে গিয়ে বিল্ডিংয়ের ছাদের উপর থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে কুমারঘাট থানাধীন পাবিয়াছড়া বাজার এলাকায়।

পেটের তাগিদে নিজেকে কর্মজীবন সমর্পণ করলেন সদ্য আঠারো বছর বয়সী এক যুবক। কাজ করতে যান পাবিয়াছড়া বাজার সংলগ্ন এলাকার খাদিমের শোরুমের পাশের একটি বিল্ডিং এ।দ্বিতল বিশিষ্ট ওই বিল্ডিং এর উপরে কাজ করার সময় হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক তারের সাথে সংস্পর্শে এসে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে যুবক ছাদের উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় প্রত্যক্ষদর্শীরা ওই যুবককে নিয়ে যায় কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্মরত ডাক্তার তাকে রেফার করেন কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন ওই যুবক।

# বাল্যবিবাহ রুখতে সক্ষম বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ মার্চ:** বাল্যবিবাহ প্রতিহত করতে প্রশাসনের তরফ থেকে নানা সামাজিক প্রচার কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনও বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে।

বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন। জানা গেছে, গত দুদিন আগে আগরতলা খয়েরপুর এলাকা থেকে একটি নাবালিকাকে তুলে আনে মধুপুর থানাধীন সীতাখলা এলাকার এক যুবক।

পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর এন্ড ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাস এবং মধুপুর থানার ওসি বিভাস রঞ্জন দাসের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার দুপুরে কোনাবন এলাকা থেকে নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে মধুপুর মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাস সহ পুলিশ। মধুপুর থানার পক্ষ থেকে মেয়েটির পরিবারকে খবর পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে আপাতত নাবালিকা মেয়েটিকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। পরিবারের লোকজনের কোন সমস্যা হলে নাবালিকা মেয়েটিকে হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস।

# নতুন সাব-জোন্যাল অফিস উদ্বোধন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।।** আজ পশ্চিম জোন্যালের অধীন ৮টি ভিলেজ কমিটি নিয়ে দশরাম বাড়ীতে নতুন সাইদ্রা তাহসা সাব-জোন্যাল অফিস শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। মাঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে নবগঠিত সাব-জোন্যাল অফিসের শুভ উদ্বোধন করেছেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা।এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই সাব-জোন্যাল অফিস উদ্বোধনের ফলে এলাকাবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবী পূরণ হয়েছে। ৪০ বছর হয়েছে এডিসি গঠিত হয়েছে। এডিসি প্রশাসন হাজারের উপর বাজেট বরাদ্ধ ধরলেও রাজ্য সরকার এখনো হাজারের নিচে বাজেটের অর্থ অনুমোদন দিচ্ছে। যার ফলে এই অর্থ দিয়ে এডিসি এলাকার উন্নয়ন কাজকর্ম সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। বছরের পর বছর এডিসির বাজেটের অর্থ কোটি কোটি টাকা বকেয়া রয়ে গেছে।তিনি আরো বলেন এডিসির দুর্গম এলাকা জনজাতিদের জীবন যাত্রার মান আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই রয়েছে। ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার সরকার তিপ্রা মথার মধ্যে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে এডিসি এলাকার উন্নয়ন দ্রুত তরান্বিত হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এমডিসি গনেশ দেববর্মা, অডিসির নর ট্যাক্স মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক সুবল দেববর্মা।

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যনির্বাহী সদস্য বুধু দেববর্মা, এডিসির অতিরিক্ত ভিলেজ কমিটির দপ্তরের প্রধান আধিকারিক মুক্তিপদ পাল, পশ্চিম জোন্যালের জয়েন্ট চেয়ারম্যান বিশুরায় দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

# ভ্যাটের উদ্যোগে তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ মার্চ।।** ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে গোমতী জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে তামাক নিয়ন্ত্রণের উপর একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, জেলা প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, কাঁকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সুপ্রিয়া সাহা, ভলান্টারী হেলথ এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা’’র এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সুজিত ঘোষ সহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধিকারিকগন।

প্রথমেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভ্যাটের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আধিকারিক সুজিত ঘোষ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তামাক বিরোধী অভিযানে ভ্যাটের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। এদিন টেকনিক্যাল সেশনে রিসোর্সপার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের পক্ষে এডভোকেট অভিমুন্য দত্ত। তিনি তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং ঙ্খঞ্চ্রঞ্চঙ ২০০৩ আইনের বিশদ আলোচনা করে কিভাবে সমাজ ব্যবস্থায় আইনগুলি মেনে চলতে হবে এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানার কি কি সংস্থান রয়েছে তার তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সুপ্রিয়া সাহা সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোমতী জেলাকে কিভাবে তামাকমুক্ত করা যায় তার উপর সবার সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি ভ্যাটের এই জাতীয় কর্মশালার বাস্তবায়নে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিন যাতে আরো এরকম সচেতনমূলক অনুষ্ঠান করা হয় তার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠান থেকে ’তামাকমুক্ত উদয়পুর শহর’ একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

# সম্পত্তির লোভে মাকে মারধোরের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ মার্চ।।** সম্পত্তির লোভে গর্ভধারিনী মাকে মারধোরের অভিযোগ উঠেছে ছেলের বিরুদ্ধে। ছেলের শাস্তির দাবীতে খোদ থানায় হাজির হলেন মা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, চাম্পামুড়া এলাকার বাসিন্দা কর্ণবালা দেবনাথকে প্রতিনিয়ত মারধোর করে তাঁর ছেলে তপন দেবনাথ, ছেলের বউ, ও নাতি মিলে। মায়ের সম্পত্তির জন্যই প্রতিনিয়ত মারধোর করা হয় জন্মদায়িনী মাকে। এমনই অভিযোগ ওই বৃদ্ধার। স্বামী নিত্যানন্দ দেবনাথের মৃত্যুর পর এই ঘটনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন বৃদ্ধা।

তিনি জানান, এর আগেও তিনবার তিনি ঘটনার বিচার চেয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। তবে অভিযুক্ত ছেলে বিভিন্ন প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে যায়। পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করে না। আর সেও প্রতিনিয়ত ছেলে ও বউকে নিয়ে মায়ের উপর অত্যাচার চালিয়ে যায়। এবারে আর সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধা চতুর্থবারের মোট প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। দাবী করছেন মুখ্যমন্ত্রী যেন এই বিষয়ে হস্তান্তর করে তাঁকে সঠিক বিচার পাইয়ে দেন।

# উত্তর পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য সহ ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়কে নিয়ে রাজ্যে গতকাল থেকে আঞ্চলিক পর্যালোচনামূলক আলোচনা সভা : এল এস চ্যাঙসাঙ




**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।।** কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের উদ্যোগে উত্তর পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য সহ ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়কে নিয়ে রাজ্যে গতকাল থেকে আঞ্চলিক পর্যালোচনামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনদিনব্যাপী এই আলোচনাসভা আগামীকাল সমাপ্ত হবে। গতকাল আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে এই আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব তথা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা এল এস চ্যাঙসাঙ।

৩দিনের পর্যালোচনামূলক আলোচনাসভায় ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জাপানিজ এনকেফেলাইটিস প্রভৃতি পতঙ্গবাহিত রোগ এবং তার প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। তাছাড়া এই কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প মূলত ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জাপানিজ এনকেফেলাইটিস, কালাজ্বর এবং লিমফেটিক ফাইলেরিয়াসিসের মতো ৬টি পতঙ্গ বাহিত রোগের সাথে মোকাবিলা করছে। তাদের মধ্যে ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ছাড়াও চিকুনগুনিয়া ও জাপানিজ এনকেফেলাইটিসের রোগী পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় কালাজ্বর ও লিমফেটিক ফাইলেরিয়াসিস জনিত কোনও রোগের সংক্রমণ নেই। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা শাখা থেকে আজ এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়।

প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে এই পর্যালোচনামূলক আলোচনাসভা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ বিভাগের যুগ্ম সচিব রাজীব মাঝি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, উত্তর পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচলপ্রদেশ, ত্রিপুরা সহ ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, ছত্রিশগড় থেকে আগত প্রতিনিধিরা এই আলোচনাসভায় অংশ নিয়েছেন।

তাছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় পতঙ্গ বাহিত রোগ বিভাগের যুগ্ম সচিব রাজীব মাঝি, রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ব্রাহ্মীৎ কৌর, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় পতঙ্গ বাহিত রোগ নির্মূলীকরণ প্রকল্পের অধিকর্তা ডা. তনু জৈন, রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, রাজ্য পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার যুগ্ম মিশন অধিকর্তা বি বি দাস প্রমুখ।

প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, পর্যালোচনামূলক আলোচনাসভায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা এল এস চ্যাঙসাঙ জনসাধারণের কাছে যেন আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়া যায় তার উপর আলোকপাত করেন। তিনি কমিউনিটি হেলথ অফিসার, আশা কর্মী এবং আশা ফেসিলিটেটরদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ বিভাগের যুগ্ম সচিব রাজীব মাঝি আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এবং জিবি হাসপাতালের জেরিয়াট্রিক বিভাগ এবং অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।